বর্তমান মুসলিম দেশ সমূহ

Kazakhstan
Uzbekistan
Turkmenistan
Turkey
Syria
Iraq
Iran
Afganistan
Pakistan
Morocco
Algeria
Libya
Egypt
Jordan
Saudi Arabia
Oman
Yemen
Mauritania
Mali
Nigar
Chad
Sudan

সূচীপত্র

১. ইসলাম পূর্ব আরব সম্রাজ্য সমূহ (রোমান সাম্রাজ্য) ৫৭০

খ্রীষ্টানপ্রধান এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (আজকের তুরষ্কের ইস্তামবুল) কেন্দ্র করে। এই সাম্রাজ্য প্রাথমিকভাবে রূম নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকরা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য হিসেবে অভিহিত করেন। ৫২৭ থেকে ৫৬৫ সালের মধ্যে প্রথম জাস্টিনিয়ানের শাসনকালে এই সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তার শক্তিমান জেনারেল নার্সেস ও বেলিসারিয়াস এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান এশিয়া মাইনর, বলকান উপদ্বীপ, ফিলিস্তিন, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল এবং ইতালির অংশবিশেষ পর্যন্ত। জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর কয়েক বছর পর বাইজেন্টাইন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

২. ইসলাম পূর্ব আরব সম্রাজ্য সমূহ (পারস্য সাম্রাজ্য) ৫৭০

প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের দুইটি প্রধান শক্তির একটি ছিল। প্রথম আর্দাশির পার্থীয় রাজা আর্দাভনকে পরাজিত করে সসনিয়ন রাজবংশের পত্তন করেন। একে সাসানীয় সাম্রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে ছিল বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ ককেসাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্কের ও সিরিয়ার অংশবিশেষ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু উপকূলীয় এলাকা। সসনিয়নরা তাদের সাম্রাজ্যকে "এরানশাহ্‌র" অর্থাৎ "ইরানীয় সাম্রাজ্য" বলে ডাকত। এই ইরান সাম্রাজ্য তখন আগুনের পূজা হতো। এদেরকে বলা হত মজুসী বা অগ্নি-উপাসক । ইসলামের আরব খলিফাদের কাছে শেষ সসনিয়ান রাজা শাহানশাহ ৩য় ইয়াজদেগের্দের পরাজয়ের মাধ্যমে সসনিয়ন সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে।
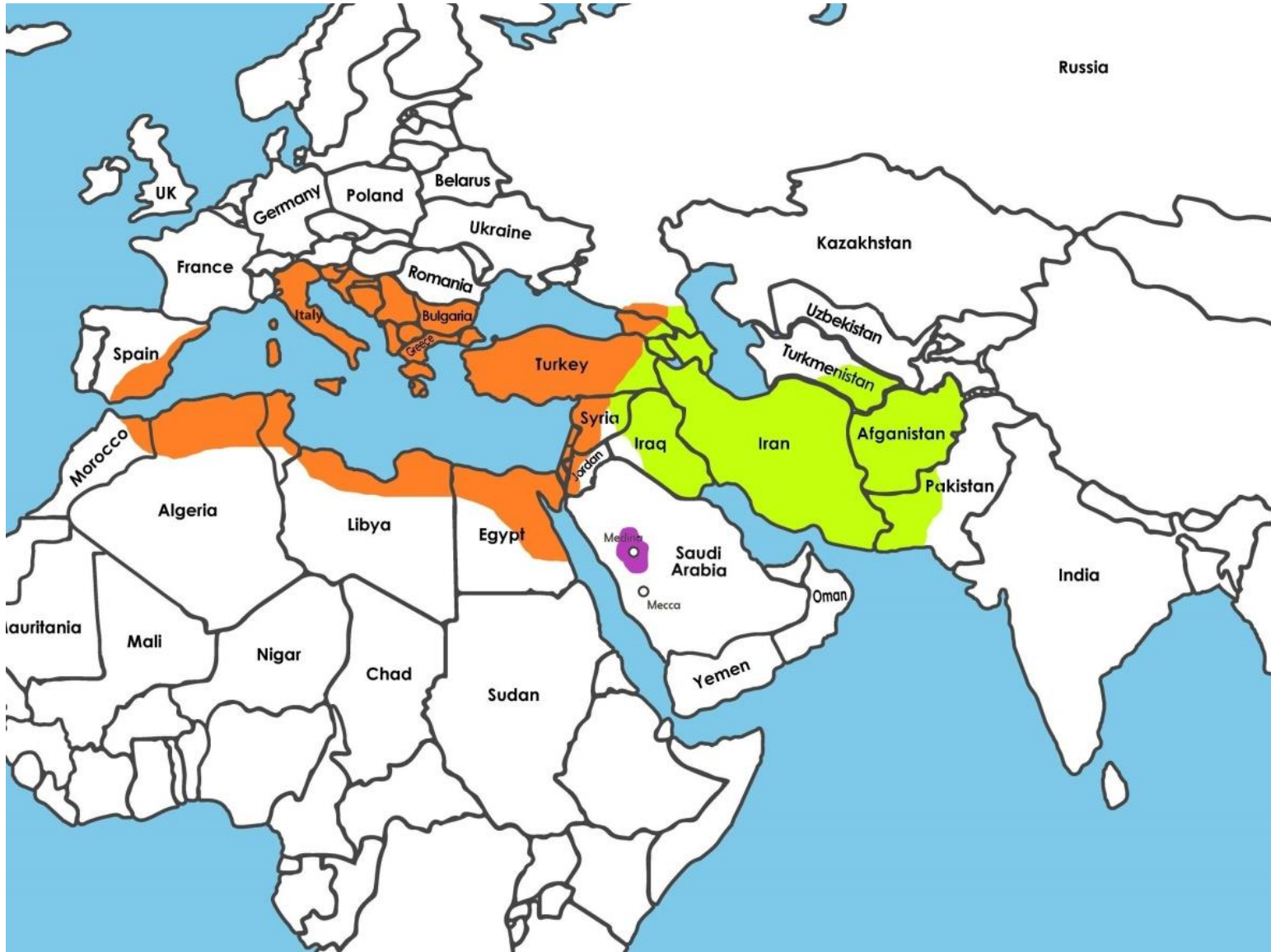
৩. মদীনায় মুহাম্মাদ (স) এর যুগ শুরু ৬২২

মুহাম্মাদ (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনা হিজরত করেন এবং সেখানে ইসলামি সম্রাজ্যের সূচনা করেন। মদীনার আওস, খাযরাজ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এছাড়া প্রধানত তিনটি ইহুদি গোত্র (বনু কাইনুকা, বনু কুরাইজা এবং বনু নাদির) সহ মোট আটটি গোত্র ছিলো। রসুলুল্লাহ (স) মদিনার সকল গোত্রকে নিয়ে ঐতিহাসিক মদিনা সনদ স্বাক্ষর করেন। এই সনদের মাধ্যমে ৬২২ সালে মদিনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
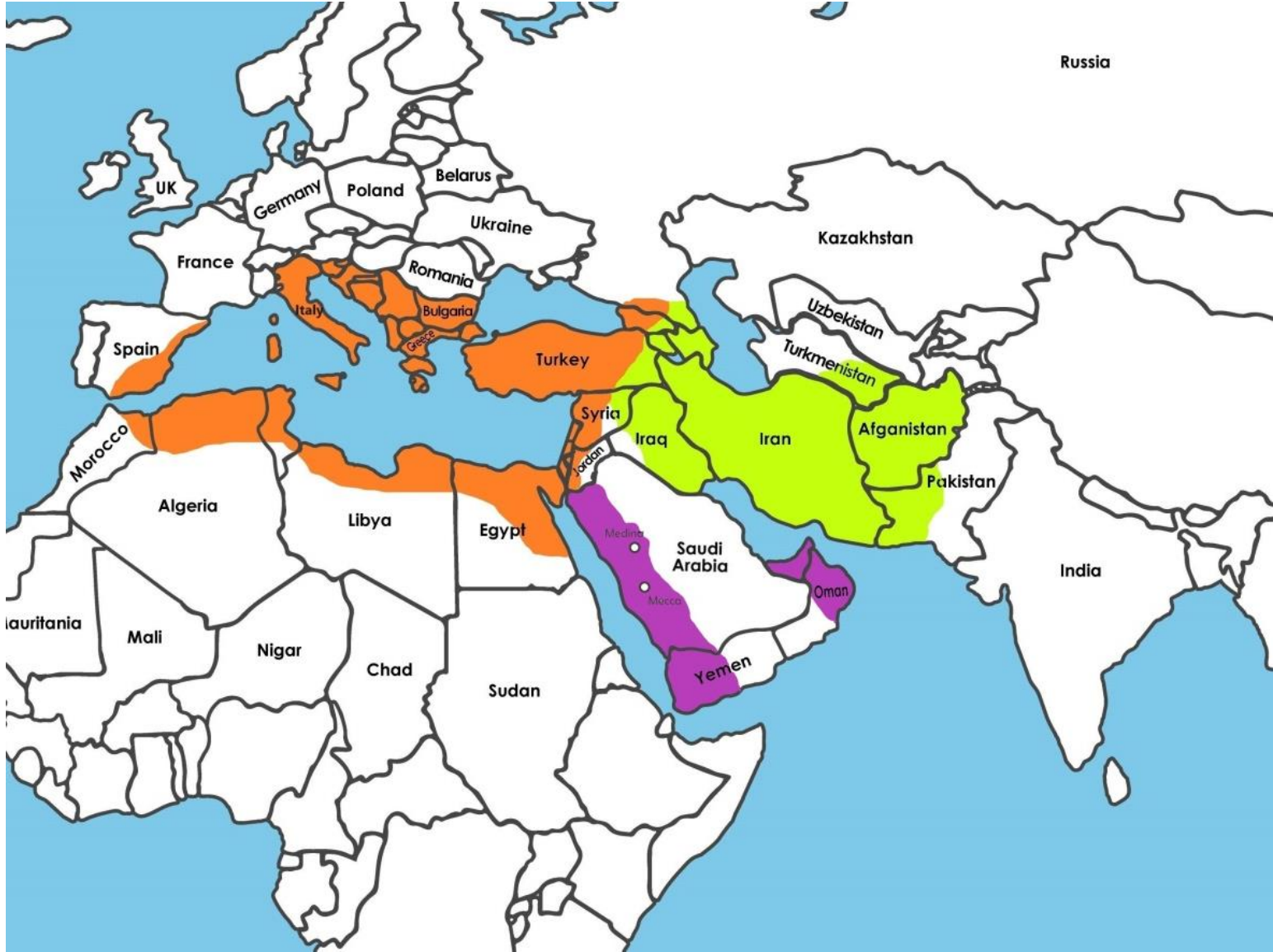
৪. আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদ (স) এর বিস্তৃতি ও সমাপ্তি ৬৩২

রসুলুল্লাহ (স) এর জীবনকালে তাবুক থেকে ইয়ামানের সানা পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের পশ্চিম পার্শ বিজীত হয়। তিনি শেষ দিকে ওমানের দিকেও সৈন্যবাহীনি প্রেরণ করেন। ৬৩২ সালে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

৫. আবু বকর (রা) (৬৩২-৬৩৪)

রসুলুল্লাহ (স) এর ইন্তেকালের পর ৬৩২ সালে আবু বকর (রা) খলিফা হন। অভ্যন্তরীন বিদ্রোহসমূহ দমনের পর আবু বকর বিজয় অভিযান শুরু করেন। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার সবচেয়ে রণকুশলী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। এছাড়া রোমান অধীনস্থ সিরিয়া আক্রমণের জন্য তিনি চারটি সেনাদল পাঠান। তার দুই বছরের শাসনামলে পুরো আরব উপদ্বীপ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৩৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।
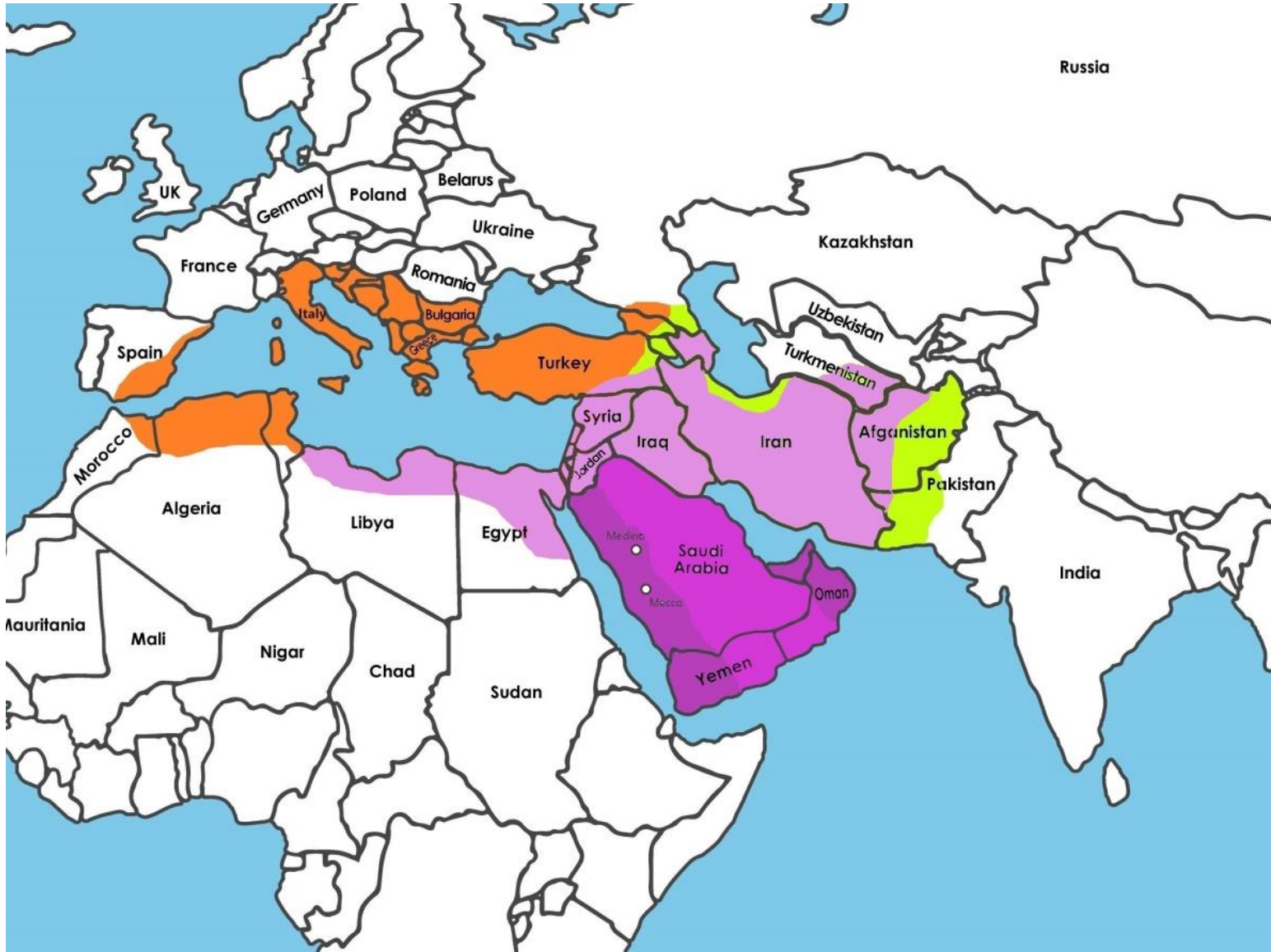
৬. উমার (রা) (৬৩৪-৬৪৪)

উমার (রা) ৬৩৪ সালে খলিফা হন। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের আরো ভেতরে, উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোতে এবং পশ্চিমে মিশরে অভিযান পরিচালনা করেন। ৬৪০ নাগাদ মুসলিমরা মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অধিকার করে নেয়; ৬৪২ নাগাদ মিশর, এবং ৬৪৩ নাগাদ সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য অধিকারে চলে আসে। ৬৪৪ সালে উমর একজন অগ্নীপুজক পার্সিয়ানের হাতে নিহত হন।
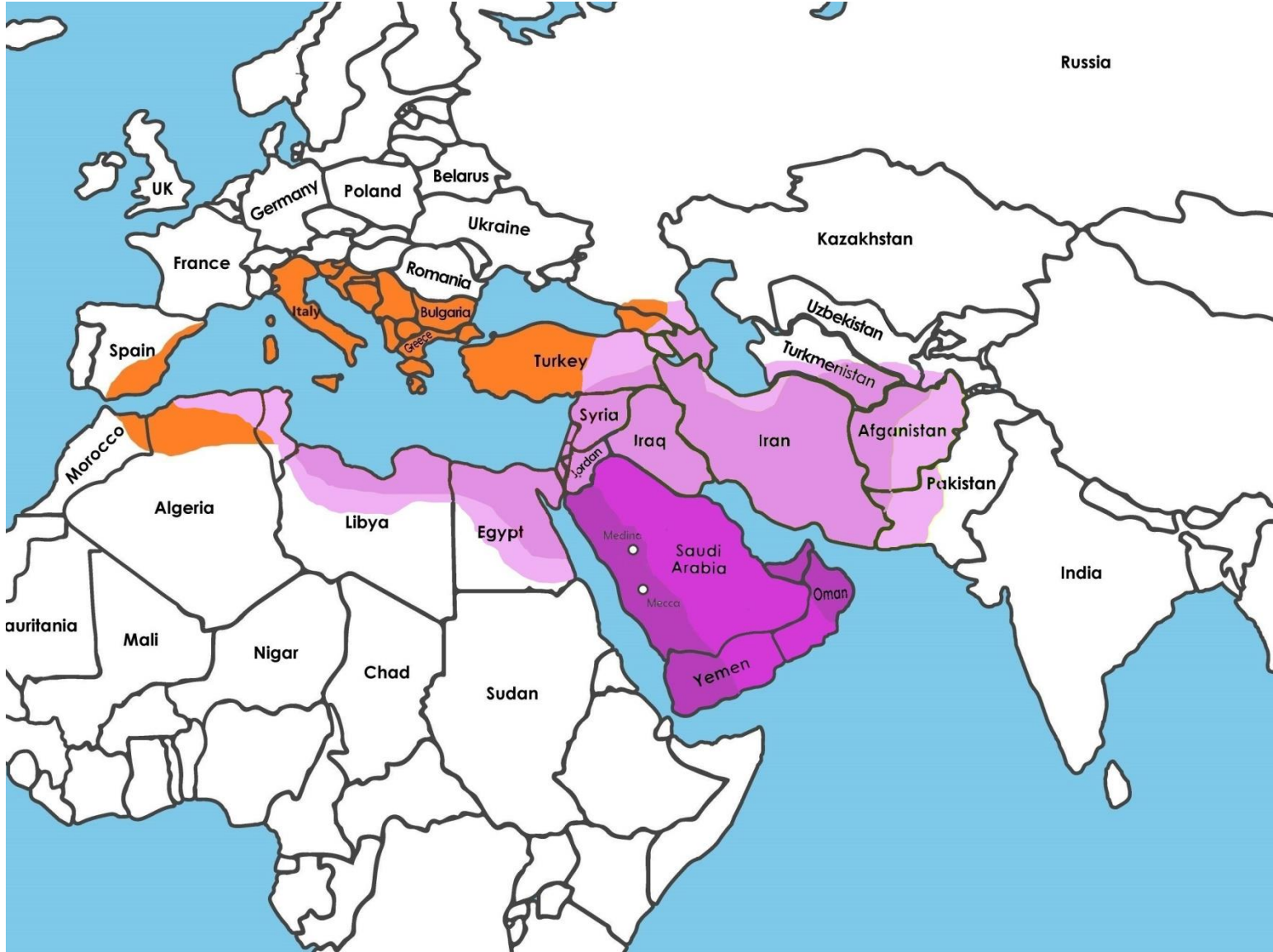
৭. উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬)

উমার (রা) এর মৃত্যুর পর ৬৪৪ সালে উসমান (রা) খলিফা হন। আভ্যন্তরীন সমস্যা সত্ত্বেও উসমান উমরের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তার সেনাবাহিনী বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকা জয় করে এবং এমনকি স্পেন আক্রমণ করে ইবেরিয়ান উপদ্বীপের উপকূল জয় করে। তারা রোডস ও সাইপ্রাস আক্রমণ করে। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলি উপকূল আক্রমণ করা হয়। তার সেনারা সম্পূর্ণ সাসানীয় সাম্রাজ্য জয় করে এবং পূর্ব সীমান্ত সিন্ধু নদ পর্যন্ত পৌছায়।বিদ্রোহীদের হাতে ৬৫৬ সালে তিনি নিহত হন।
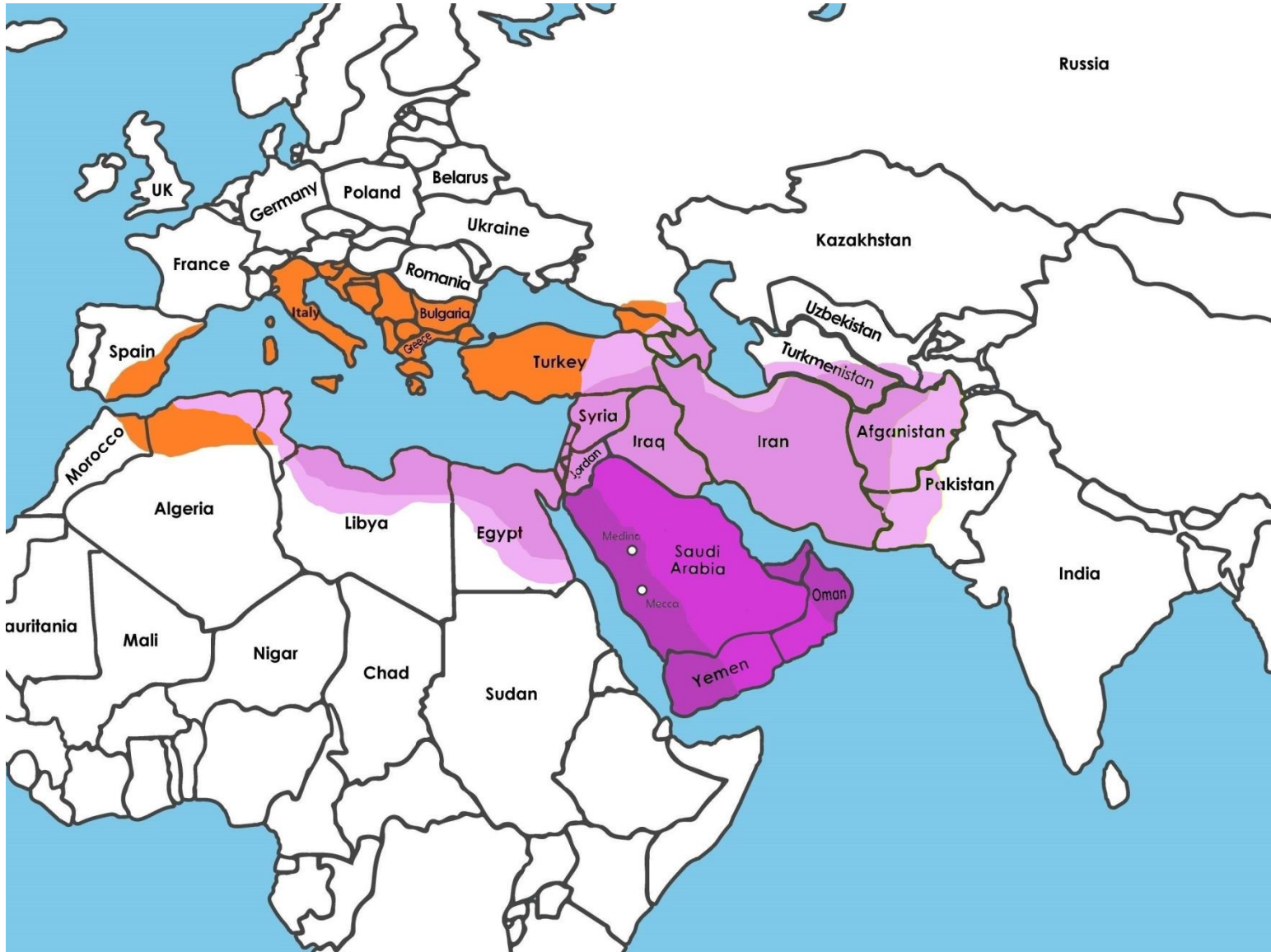
৮. আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১)

৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে হযরত উসমানের হত্যাকান্ডের পর হযরত আলী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত পান। আলি (রা) তার রাজধানী মদিনা থেকে সরিয়ে বর্তমান ইরাকে অবস্থিত কুফায় নিয়ে যান। তিনি তার শাসনামলে প্রচুর বিরোধীতার সম্মুখীন হন। হযরত আলীর বিরোধিরা উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির জোর দাবি করেছিল। একদিকে মক্কাতে হযরত আয়শা, তালহা এবং আল-যুবায়ের (রা) তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং অন্যদিকে মুয়াবিয়া (রা), পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উমাইয়া শাসক, আলীকে নতুন খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মুয়াবিয়ার সাথে হযরত আলীর একটি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধটির অবসান ঘটে। আলী (রা) কে ইবনে মুলজিম নামে একজন খারেজী ৬৬১ সালের ২৬ জানুয়ারীতে বর্তমান ইরাকে অবস্থিত কুফার শাহী মসজিদে হত্যা করেন।
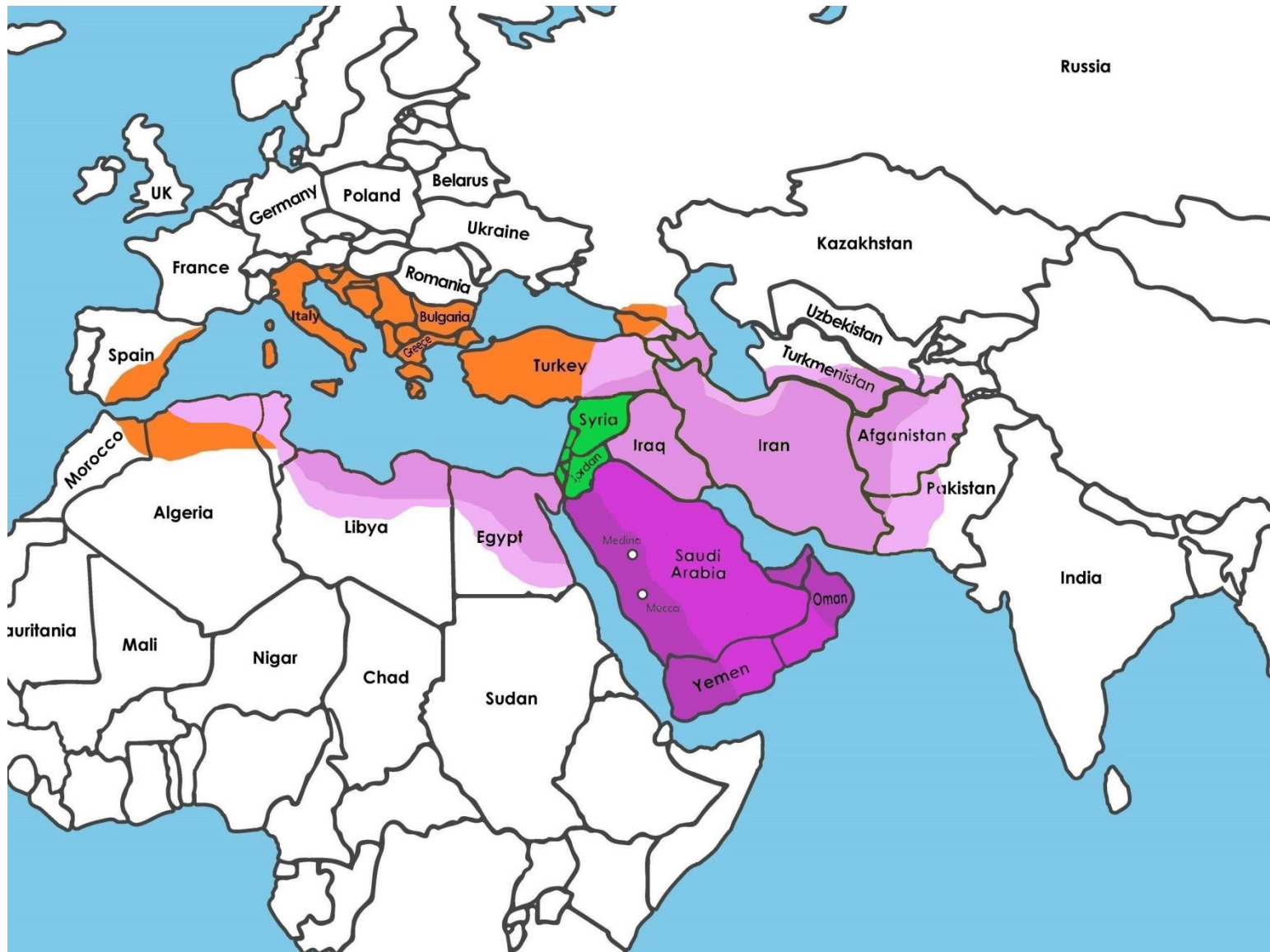
৯. উমাইয়া খিলাফাতের শুরু, ৬৬১

মুয়াবিয়া (রাঃ) দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠে এবং দামেস্ক তাদের রাজধানী হয়। এদিকে ৬৬১ সালে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ইমাম হাসান (রাঃ) খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন কিন্তু মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ফিতনা ফাসাদ এড়ানোর জন্য তিনি তার খলীফা পদ ত্যাগ করেন। ফলত মুয়াবিয়া (রাঃ) একমাত্র খলীফা হিসেবে অধিকার লাভ করেন। ৬৯৯ সালে ইরাকের কুফায় ইমাম হানিফা জন্মগ্রহন করেন।
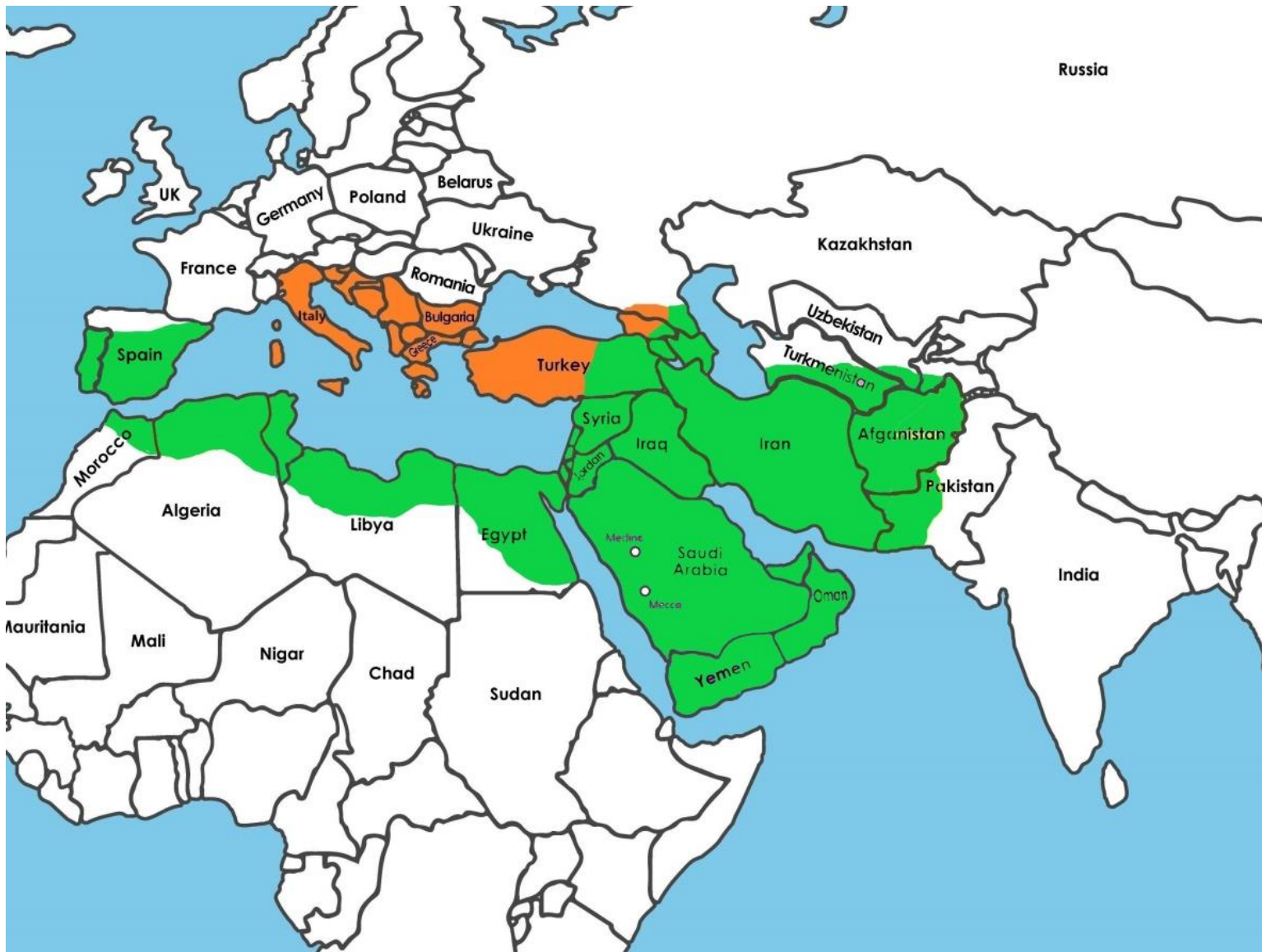
১০. উমাইয়া যুগের বিস্তৃতি (৬৬১-৭৫০)

৬৮০ সালের ২৬ এপ্রিল মুয়ায়িয়া (রা) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার ছেলে ইয়াজিদ ক্ষমতা লাভ করে। এরপর তার ছেলে মুয়াবিয়া, পরে তার ছেলে মারওয়ান খলিফা হন। এভাবে নবী পরবর্তী যুগে প্রথম রাজতন্ত্র শুরু হয়। উমাইয়ারা খোলাফায়ে রাশেদুনের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে। ককেসাস, ট্রান্সঅক্সানিয়া, সিন্ধু, মাগরেব ও ইবেরিয়ান উপদ্বীপ (আন্দালুস) জয় করে মুসলিম বিশ্বের আওতাধীন করা হয়। সীমার সর্বোচ্চে পৌছালে উমাইয়া খিলাফত মোট ৫.৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি.) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত বিশ্বের দেখা সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ ছিল। অস্তিত্বের সময়কালের দিক থেকে এটি ছিল পঞ্চম। ইমাম মালিক ৭১১ সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।
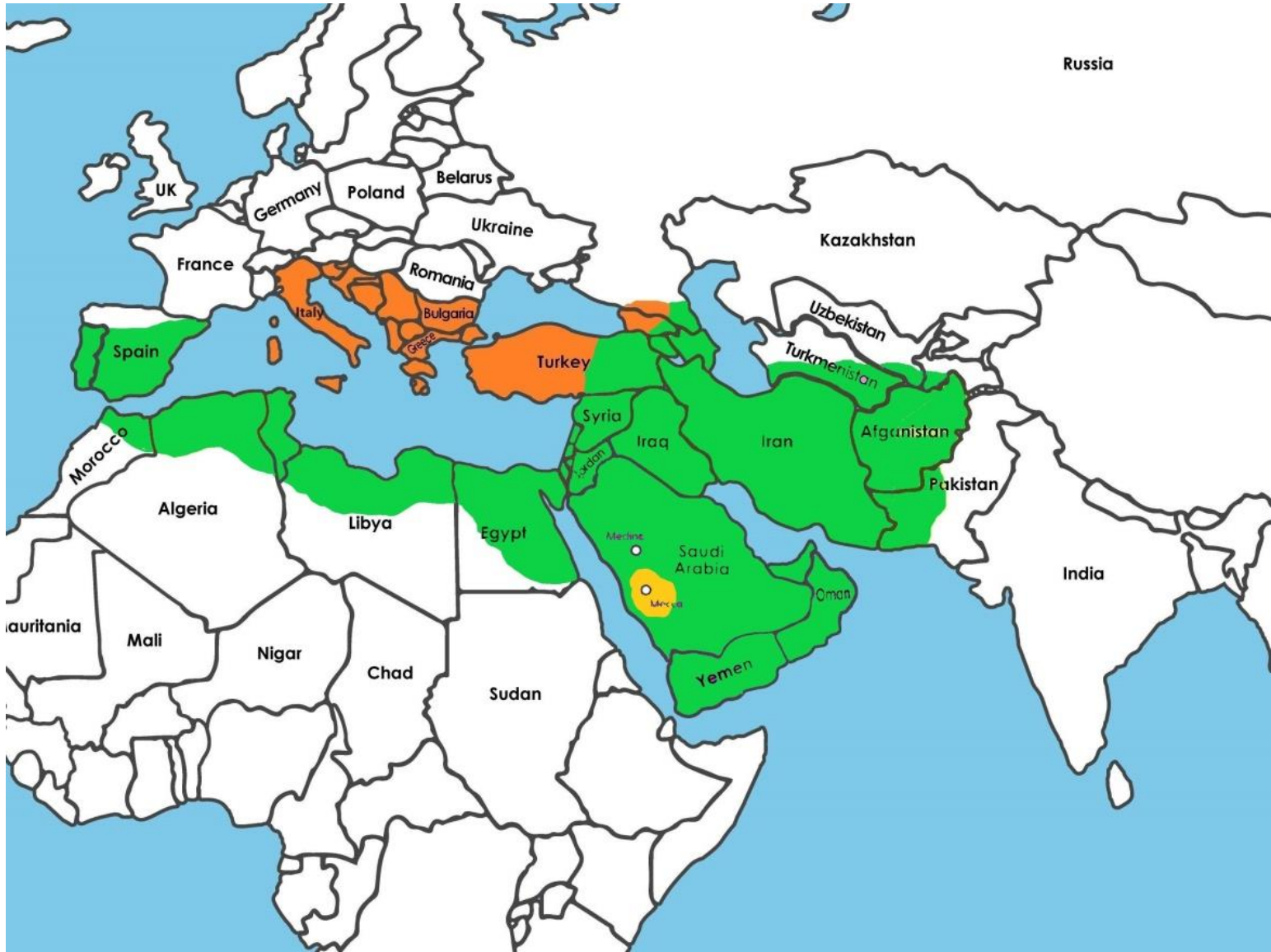
১১. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বিদ্রোহ ৬৮৪

৬৮৪ সালে আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর (রাঃ) মক্কাতে নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। ওদিকে দিমাশ্‌কে মারওয়ান উমাইয়া খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। ৬৮৫ সালে প্রথম মারওয়ানের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক দিমাশ্‌কের খলাফা হন। আবার ৬৮৬ সালে মুখতার নিজেকে কুফার খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। কুফায় মুখতার এবং আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর(রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং মুখতার মৃত্যু বরন করেন। ৬৯২ সালে আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর(রাঃ) শহীদ হন এবং আবদুল মালিক মক্কা দখল করেন এবং আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান একচ্ছত্র খলীফা হন। ৬৯৫ সালে মুহাম্মাদ ইবনে কাশিম সৌদি আরবে জন্ম নেয়।
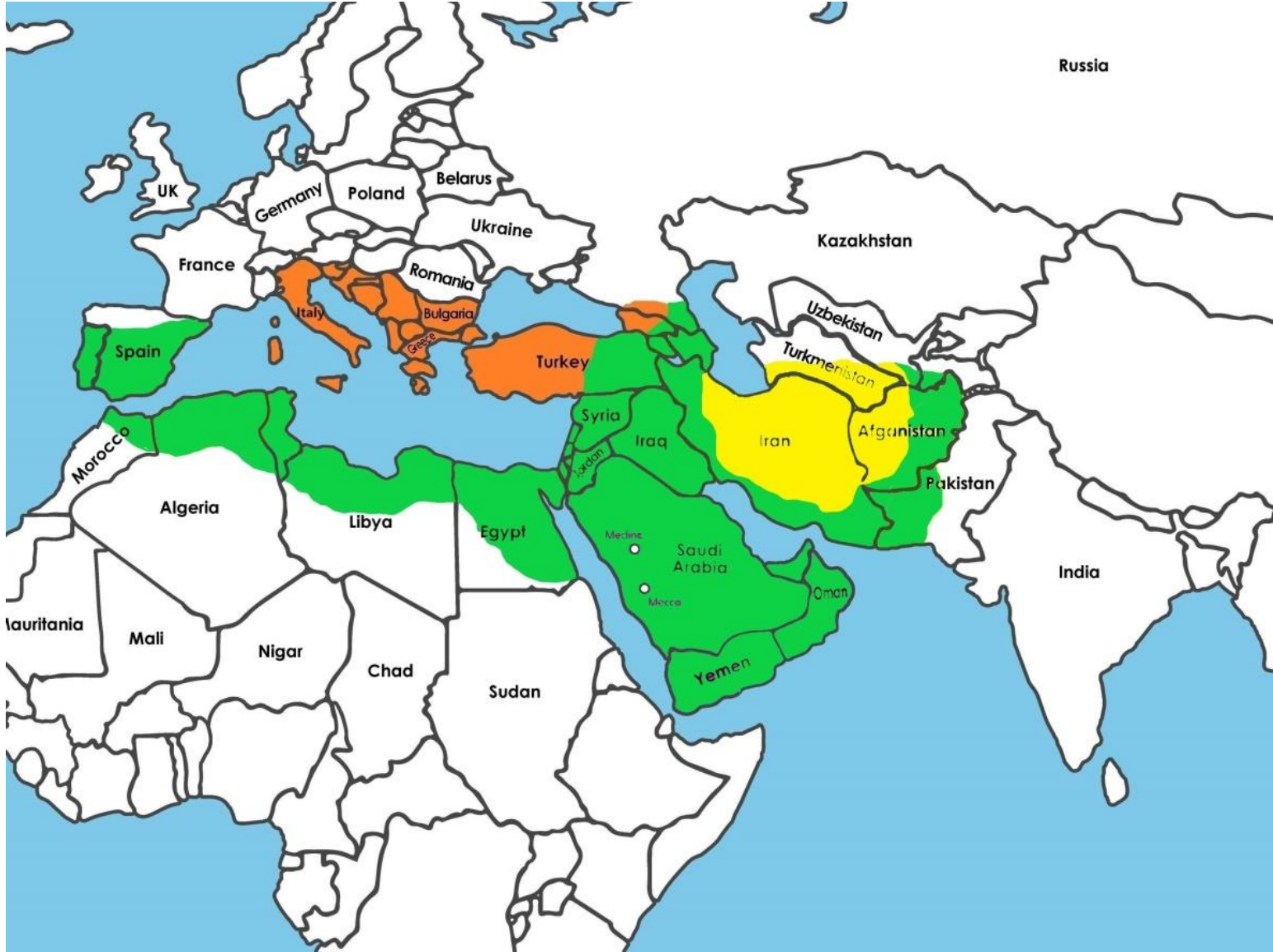
১২. আব্বাসী যুগের শুরু ৭৫০

আব্বাসীয় খিলাফত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের কর্তৃক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ৭৪৬ এর দিকে "আবু মুসলিম" খোরাসানে আব্বাসীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কালো পতাকার অধীনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি শীঘ্রই খোরাসানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, এর উমাইয়া গভর্নর নাসর ইবনে সায়ারকে বহিষ্কার করেন এবং পশ্চিমদিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কুফা আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়। এটি ইরাকে উমাইয়াদের শেষ শক্ত ঘাঁটি ছিল। ওয়াসিতে অবরোধ করা হয় এবং সে বছরের নভেম্বরে আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। উমাইয়া পরিবারের একটি শাখা উত্তর আফ্রিকা হয়ে আল-আন্দালুস চলে যায় এবং সেখানে কর্ডোবা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। এ খিলাফত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আন্দালুসের ফিতনার পর এর পতন হয়। ইমাম শাফেয়ী ৭৬৭ সালে ফিলিস্তিনে জন্ম নেয়।
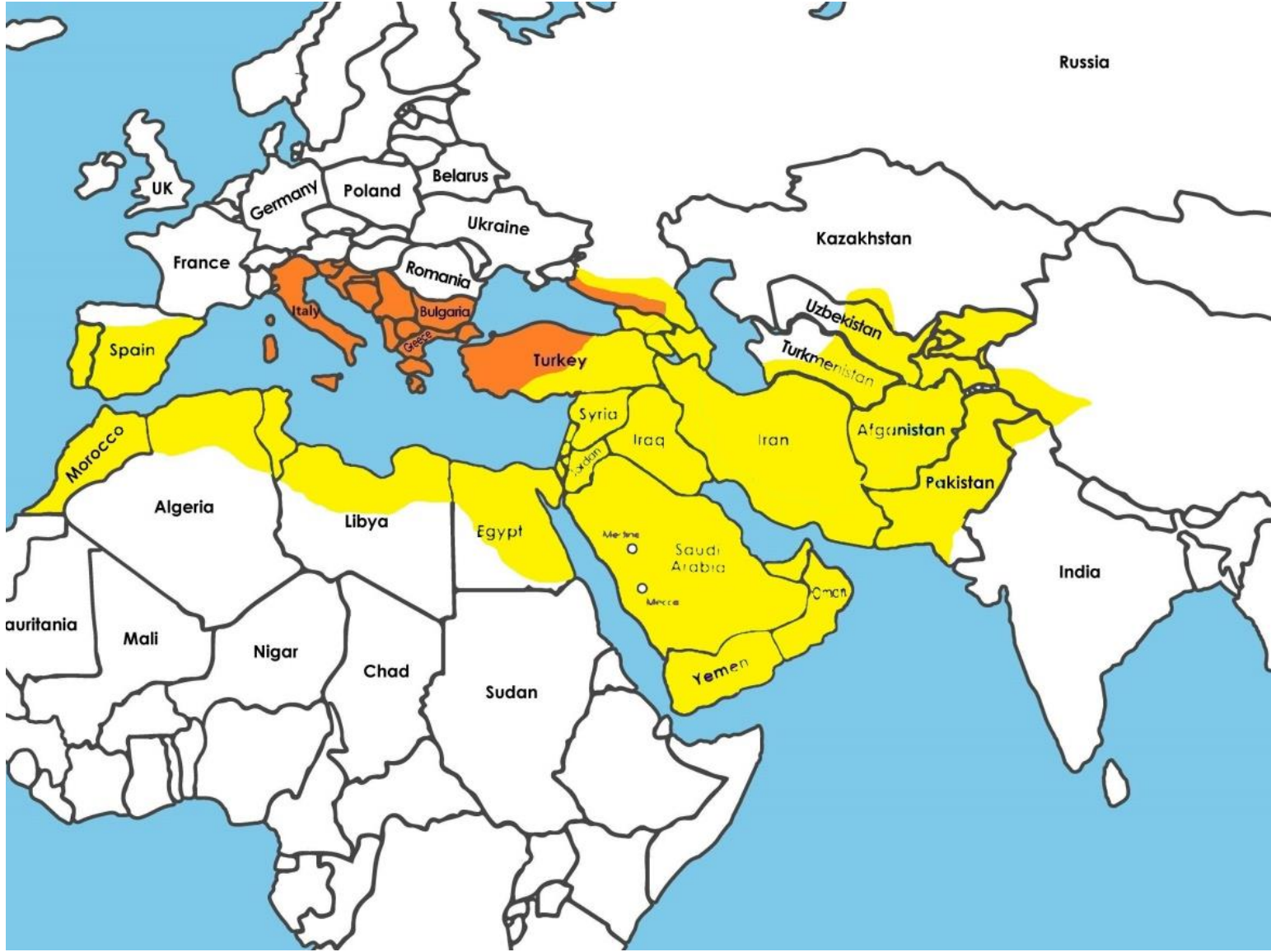
১৩. আব্বাসী যুগের বিস্তৃতি (৭৫০-১২৫৮)

আব্বাসীয়দের প্রথম পরিবর্তন ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে সরিয়ে আনা। কিছুকাল শাসনের পর আব্বাসীয় সম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কতৃত্ব বজায় থাকে না। স্পেনে উমাইয়ারা ৭৫৬ সালে, মিশরে ফাতেমীয়রা ৯৬৯ সালে ও মরক্কোতে আলমোহাদরা ১১২১ সালে নিজ নিজ বিদ্রোহী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া কিছু মুসলিম রাজবংশ যেমন সামানী(৮১৯-৯৯৯), তুলুনি(৮৬৮-৯০৫), বুয়ুদ(৯৩৪-১০৫৫), গাজনবী (৯৬২-১১৬৮), সেলজুক (১০৩৪-১১৯৪), খাওয়াজমি (১০৭৭-১২৩১), আয়ুবী (১১৭১-১৩৪১), মামলুক(১২৫০-১৫১৭) ইত্যাদি গড়ে উঠলেও তারা আব্বাসীয় খিলাফাতের আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমত্ব মেনে চলত ও তাকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব বলে স্বীকৃতি দিত। মঙ্গোল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তারা মামলুক শাসিত মিশরে অবস্থান করে এবং ১৫১৯ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব দাবি করতে থাকেন। এরপর উসমানীয় সাম্রাজ্যের কাছে ক্ষমতা চলে যায় ও কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থাপিত হয়। আহমাদ ইবনে হাম্বল ৭৮০ সালে বাগদাদে জন্ম নেয়।
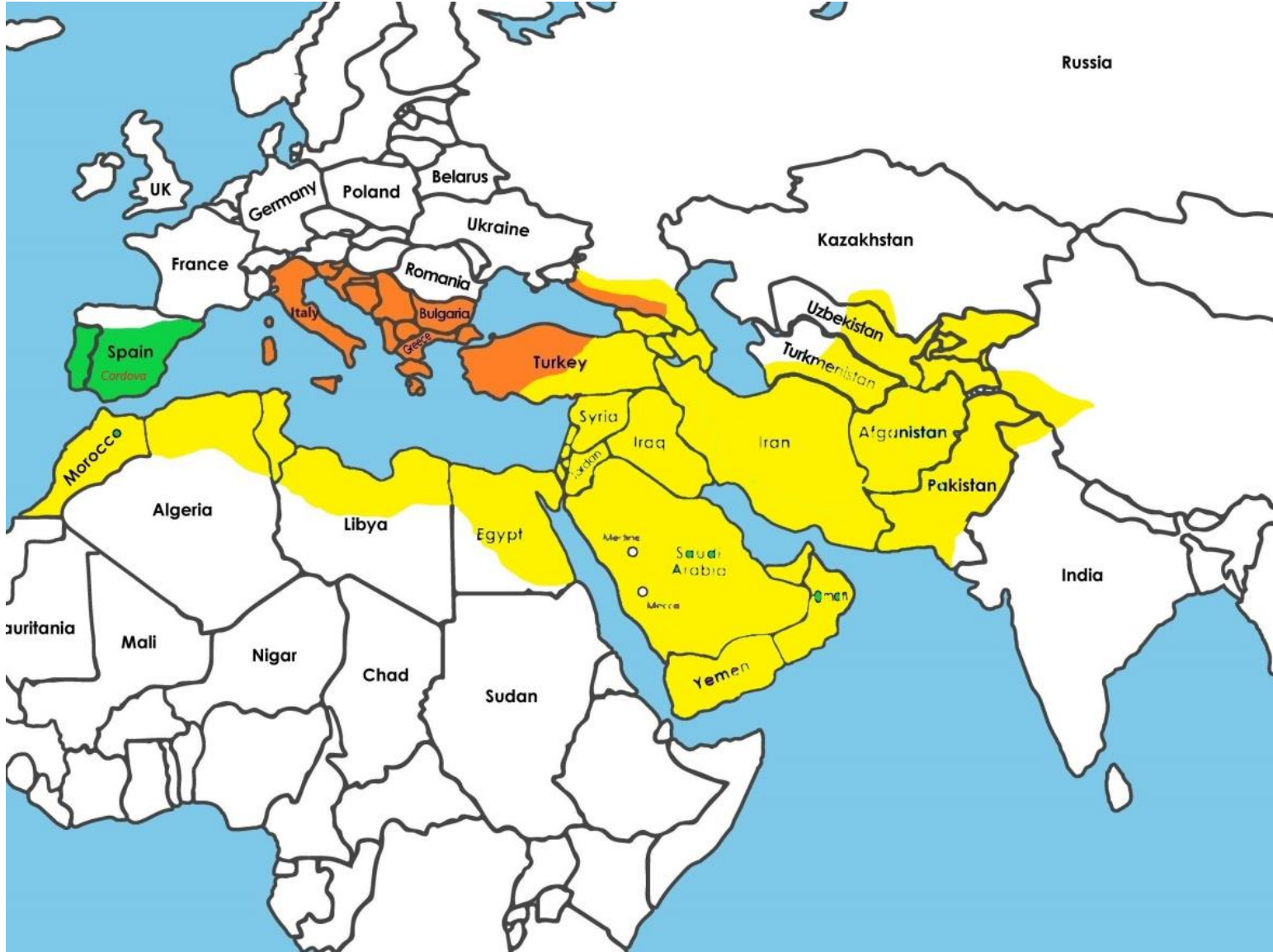
১৪. উমাইয়াদের করডোভা খিলাফাত (৭৫৬-১০৩১)

উমাইয়ারা ক্ষমতার বাইরে থাকলেও ধ্বংস হয়ে যায়নি। উমাইয়া রাজপরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য স্পেন চলে যান এবং সেখানে ৭৫৬ সালে নিজেকে একজন স্বাধীন আমির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।পরবর্তী একশত পঞ্চাশ বছর তার বংশধররা আমিরাত শাসন করতে থাকেন। আন্দালুসের অন্যত্র তাদের আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমের কিছু অংশেরও উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তবে মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল খ্রিষ্টান সীমান্তে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৯২৯ সালে সমগ্র আন্দালুস বেশ কয়েকটি তাইফা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ১০৩১ সালে কর্ডোবা খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়। ৮১০ সালে উজবেকিস্তানের বুখারায় ইমাম মুহাম্মাদ আল বুখারী জন্ম গ্রহণ করেন।
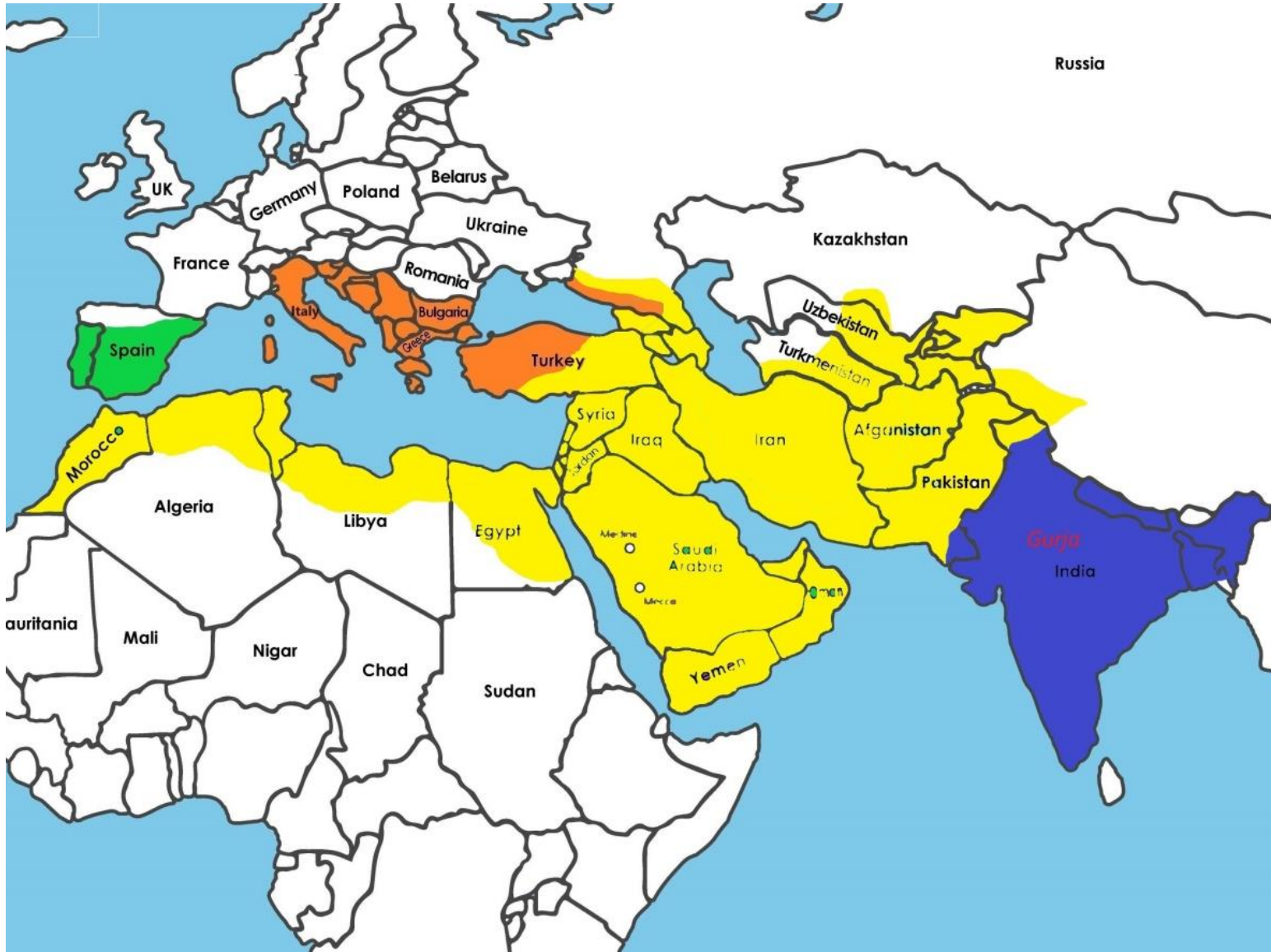
১৫. ভারতের গুর্জারা, পাল ও রাষ্ট্রকূট সম্রাজ্য ৮১৬

অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিমে গুর্জারা বা প্রাতিহারা বংশ, পূর্বে পাল বংশ ও দক্ষিণ দিকে রাষ্ট্রকুট বংশ শাসন করতো। এরা ছিলো বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী।

৮২১ সালে ইরানের ইরানের নিশাপুরে ইমাম মুসলিম জন্ম গ্রহন করেন। এবং ৮২৪ সালে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযি উজবেকিস্তানে আব্বাসীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ৮৩৮ সালে ইরানে ইমাম তাবারী জন্ম নেয়।
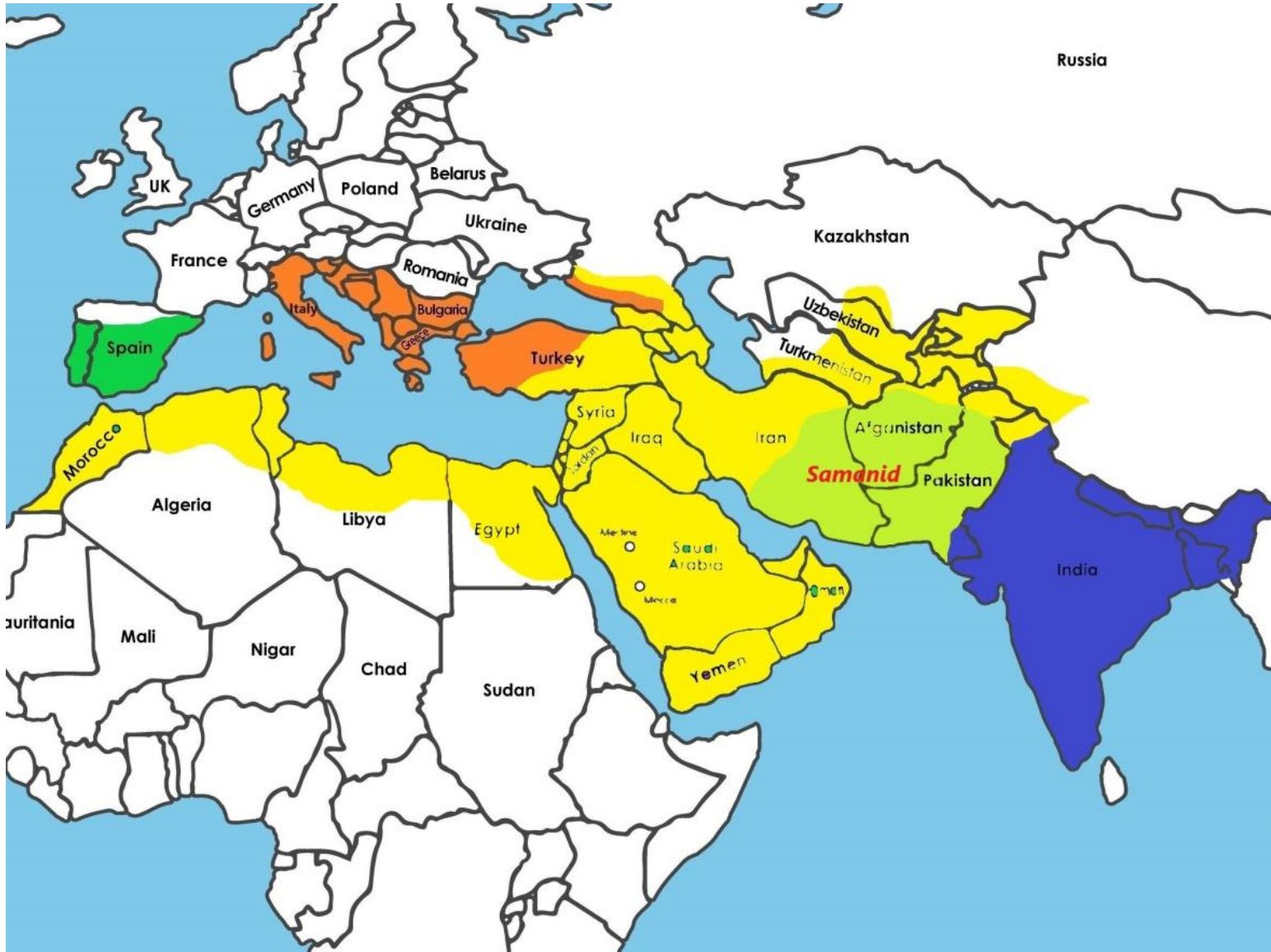
১৬. সামানি সাম্রাজ্য (৮১৯-৯৯৯)

মধ্য এশিয়ার একটি সুন্নি পারস্য সাম্রাজ্য। এর প্রতিষ্ঠাতা সামান খুদার নামানুসারে এর নাম করণ করা হয়েছে। ৮১৯ সালে সামানী সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জরস্ট্রিয়ান অভিজাত হওয়ার পরও সামান খুদা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এটি ছিল বৃহত্তর ইরান ও মধ্য এশিয়ার স্থানীয় রাজবংশ। ৯৮০ সালে সামানি রাজ্যের উজবেকিস্তানে ইবনে সিনা জন্ম নেয়।
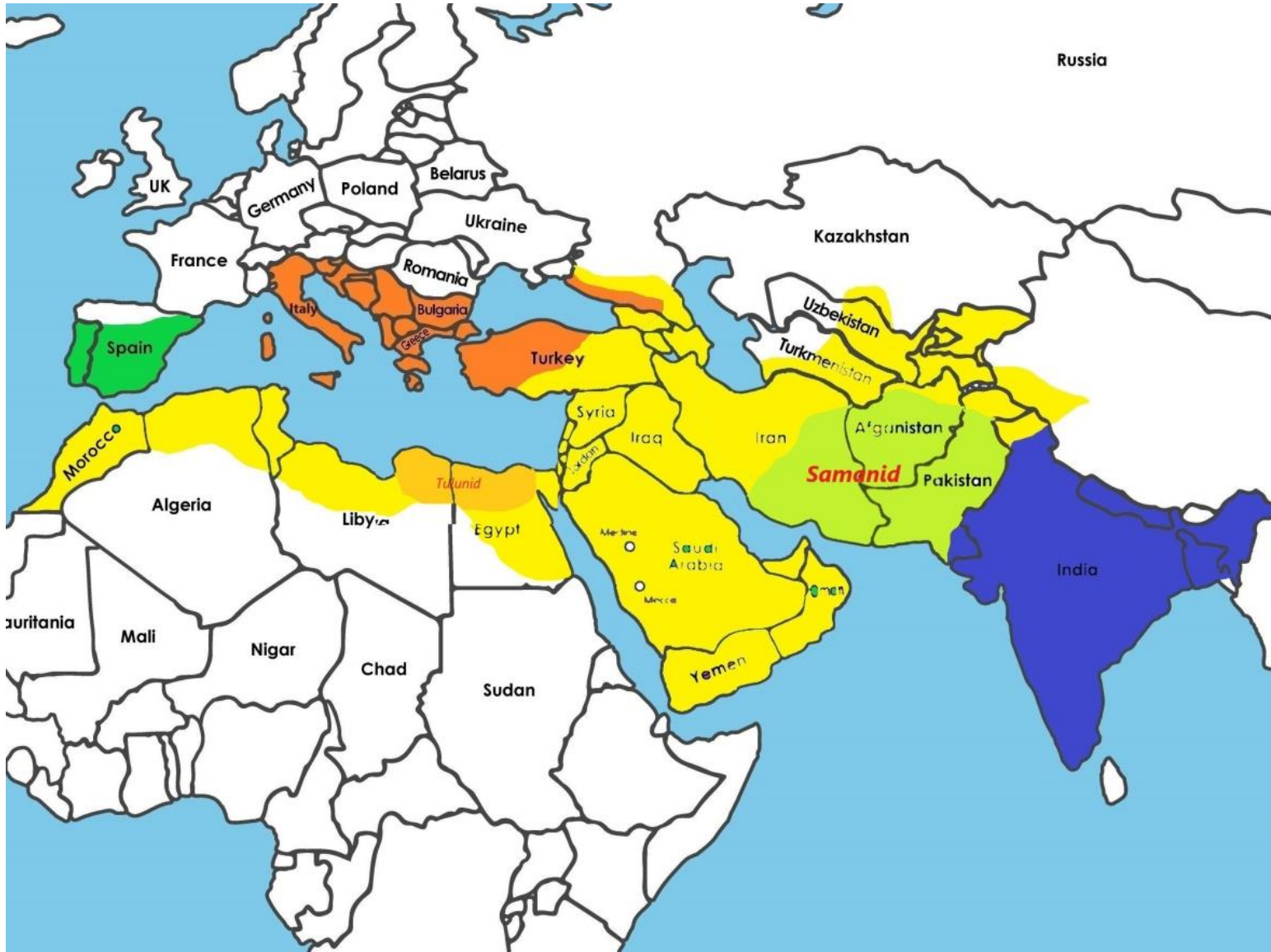
১৭. মিশরে তুলুনিদ শাসন (৮৬৮ -৯০৫)

৮৬৮ সালে তুর্কি বংশোদ্ভূ অফিসার আহমেদ ইবনে তুলুন নিজেকে মিশরের স্বাধীন গভর্নর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় আব্বাসীয় সরকারের কাছ থেকে তিনি মৌখিক স্বায়ত্তশাসনও লাভঁ করেছিলেন। তিনি ও তার উত্তরসুরিদের সময় তুলুনিদের শাসন অঞ্চলে জর্ডান অববাহিকা, হেজাজ, সাইপ্রাস ও ক্রিটের অন্তর্ভুক্তি হয়। আহমেদ ইবনে তুলুনের মৃত্যুর পর তার ছেলে খুমারাওয়াহ শাসনভার লাভ করেন। এরা ছিলো সুন্নী ইসলামের অনুসারী। আব্বাসীয়রা তাদেরকে আইনসংগত শাসক হিসেবে ও খিলাফতের অধীন রাজ্য হিসেবে গণ্য করে নেয়। ৯০৫ সালে তুলুনিরা আব্বাসীয়দের একটি আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয়রা সিরিয়া ও মিশরকে সরাসরি খিলাফতের অধীনে নিয়ে আসে। ৮৩৩ সালে মিশরে ইবনে হিশাম জন্ম নেয়।

১৮. কারামাতিয়ানদের আরব উপদ্বীপ দখল ৯০১

কারামাতিয়ানরা ইসমাইলিয়া শিয়া দলভুক্ত একটি সম্প্রদায়। ৮৯৯ সালে তারা পুর্ব আরবে নিজস্ব সম্রাজ্য গড়ে তোলে। আব্বাসী খিলাফাতের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে। ৯৩০ সালে তারা মক্কার কালোপাথর চুড়ি এবং যম যম কুপ ধংস করে। ৯৭৬ সালে আব্বাসীয়রা তাদের পরাজিত করার পর তারা আঞ্চলিক শক্তিতে পরিনত হয়। ১০৬৭ সালে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।
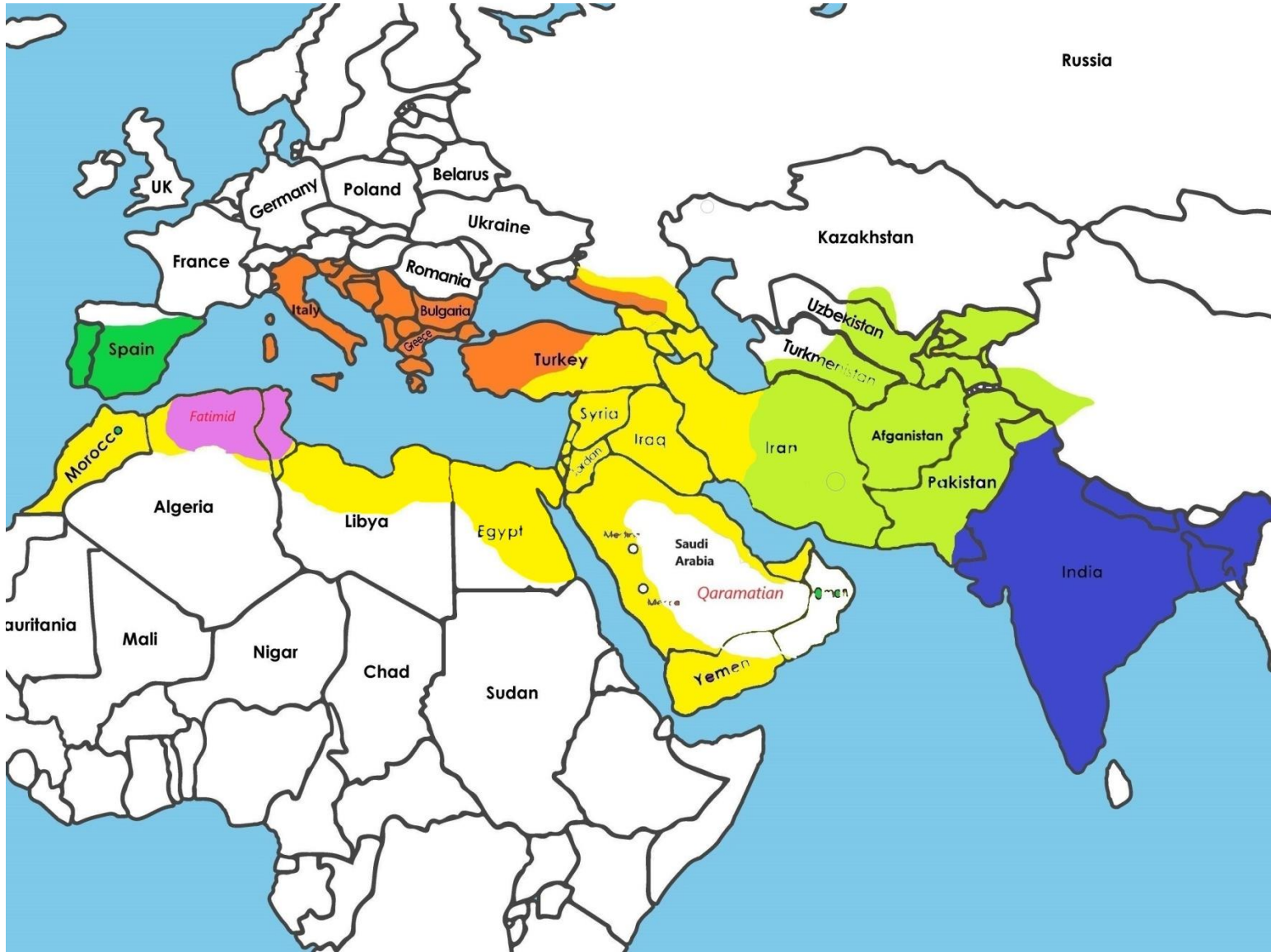
১৯. ফাতেমী শাসনের শুরু ৯০৯

ইসমাইলি শিয়া মতাবলম্বী ফাতেমীয়দের দাবি অনুযায়ী তারা মুহাম্মদ (সা) এর কন্যা ফাতিমার বংশধর ছিল। তারা উত্তর আফ্রিকা জয় করে। কুতামা নামক বার্বার গোষ্ঠীর মধ্যে ফাতেমীয় রাষ্ট্র আকার লাভ করে। ৯০৯ সালে ফাতেমীয়রা রাজধানী হিসেবে তিউনিসিয়ার মাহদিয়া নামক শহর গড়ে তোলে। পূর্বে লোহিত সাগর থেকে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা এই খিলাফতের অধীনস্থ ছিল। ১১৭১ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আয়্যুবি ফাতেমীয় খিলাফতের সমাপ্তি ঘটান। তিনি আইয়ুবীয় রাজবংশের সূচনা করেন এবং একে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত করেন।
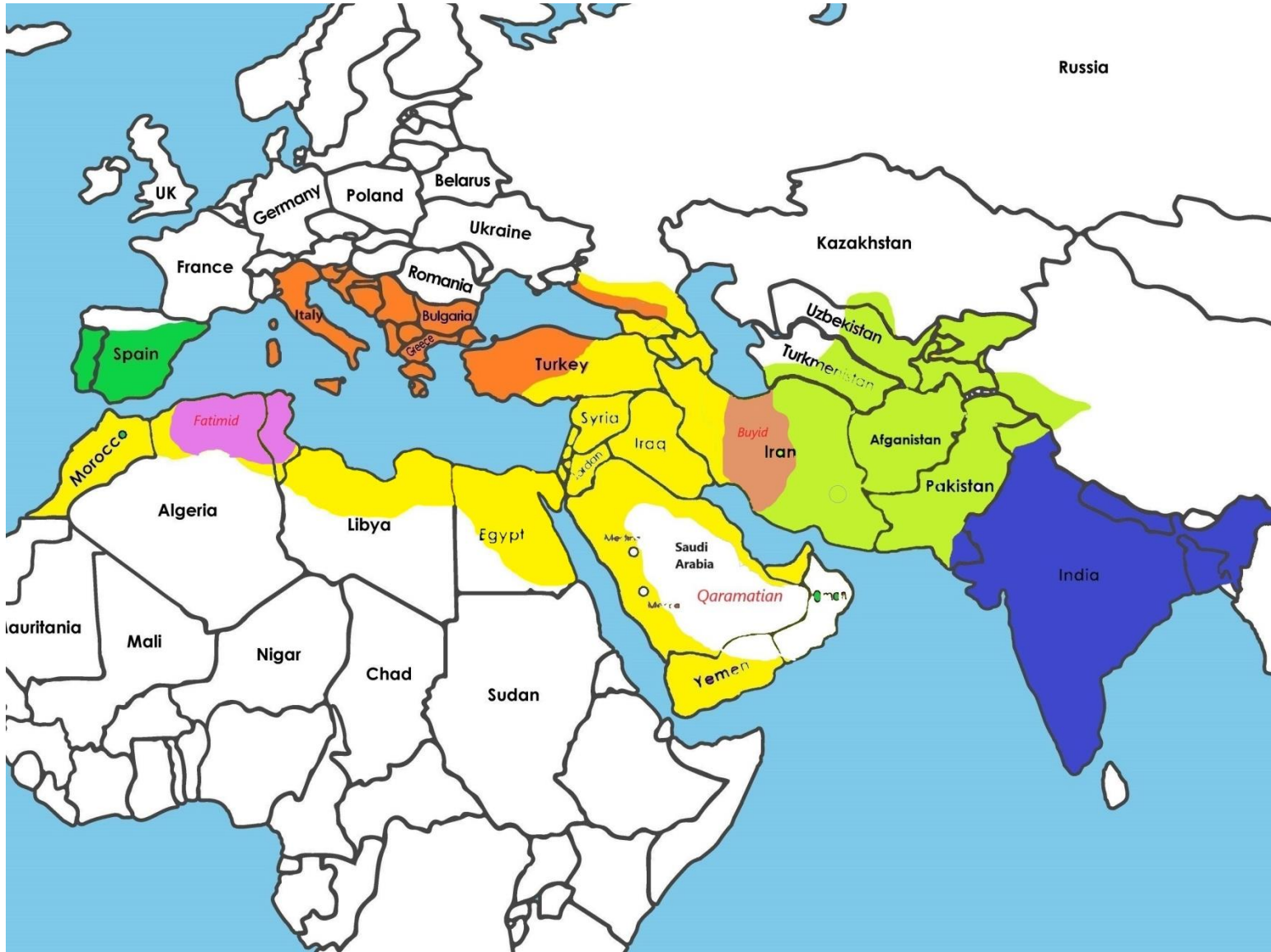
২০. বুয়ুদ শাসন (৯৩৫-১০৫৫)

শিয়া সম্প্রদায়ের বুয়াহিদ সম্রাজ্যের শুরু হয় ৯৩৫ সালে আলী ইবনে বুয়া দ্বারা। ৯৪৫ সালে তারা বাগদাদ দখল করে তাকে রাজধানী করে। সর্বোচ্চ বিস্তৃতির সময়ে এটা ইরাক, ইরান, কুয়েত, সিরিয়া, তুর্কি, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ওমানের কিছু অঞ্চল দখল করে। দশম শতাব্দীতে সেলজুক দ্বারা এই সম্রাজ্যের পতন হয়।

২১. ফাতেমী শাসনের বিস্তৃতি ৯৬৯

৯৪৮ সালে ফাতেমিরা আল মনসুরিয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ৯৬৯ সালে তারা মিশর জয় করে এবং ফাতেমীয় খিলাফতের রাজধানী হিসেবে কায়রো শহর নির্মাণ করা হয়। মিশর পুরো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে উঠে। অতপর তারা মক্কা মদীনা অর্থাৎ ততকালীন হিজাজ দখল করে। এভাবে তারা একটি বিশাল সমারজ্যের অধিকারী হয়। ৯৭৩ সালে আল বিরুনি উজবেকিস্তানে জন্ম নেয়।
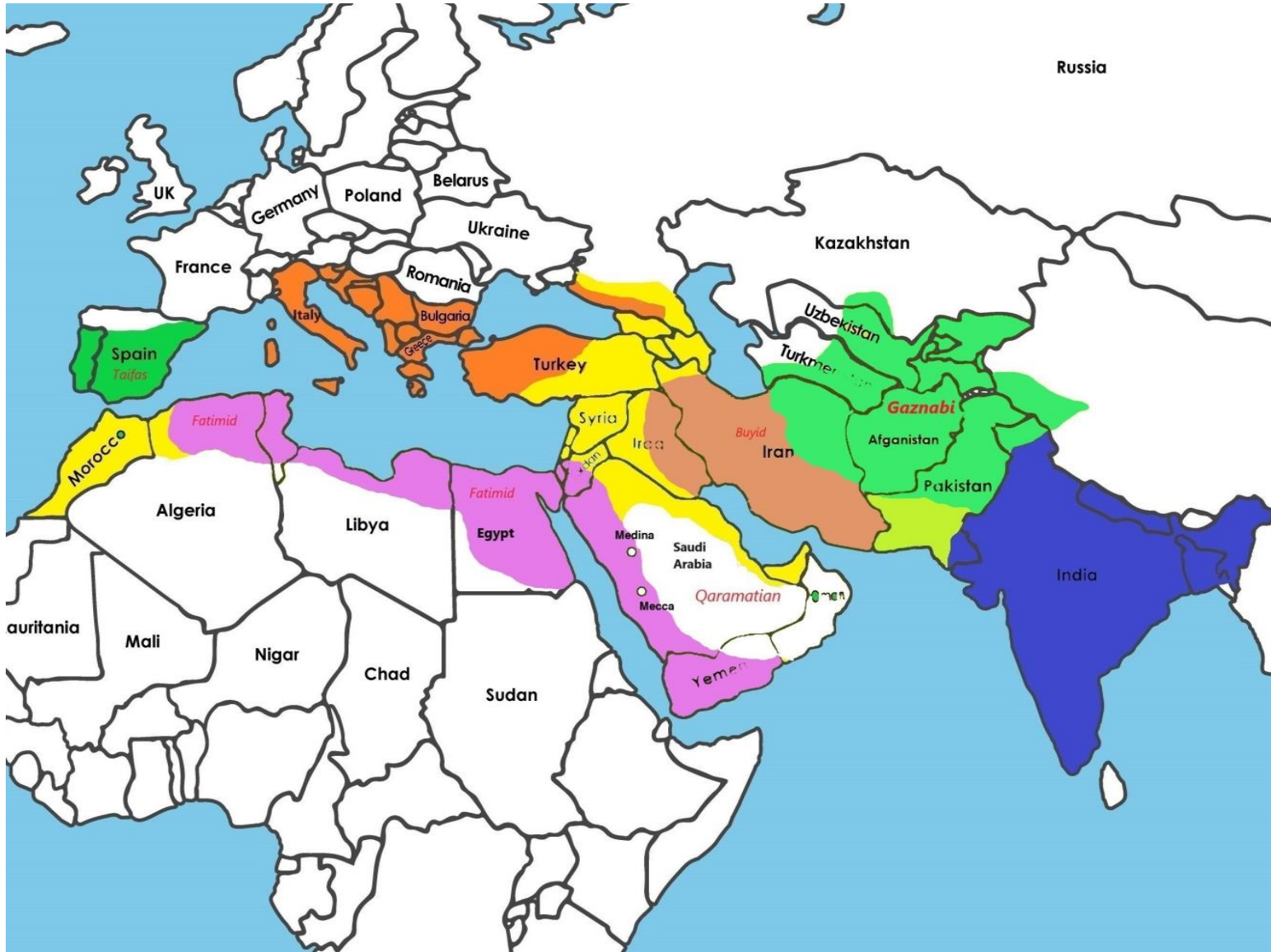
২২. গাজনবী সুলতানাত (৯৭৭-১১৮৬)

সামানিদের সাবেক সেনাপতি আল্পতিগিনের মৃত্যুর পর তার জামাই সবুক্তগিন গজনির শাসক হন ও ৯৭৭ সালে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সবুক্তগিনের পুত্র মাহমুদ গজনভি সামানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরা ছিল সুন্নি মুসলিম রাজবংশ। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সীমায় তা পারস্যের বিরাট অংশ, ট্রান্সঅক্সানিয়ার অধিকাংশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এর স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৮৬ সাল পর্যন্ত। ১১৫১ সালে সুলতান বাহরাম শাহ ঘুরি রাজবংশের রাজা আলাউদ্দিন হুসাইনের কাছে এরা রাজত্ব হারান। ৯৯৪ সালে ইবনে হাজম স্পেনের কর্ডোভায় জন্ম নেয়।
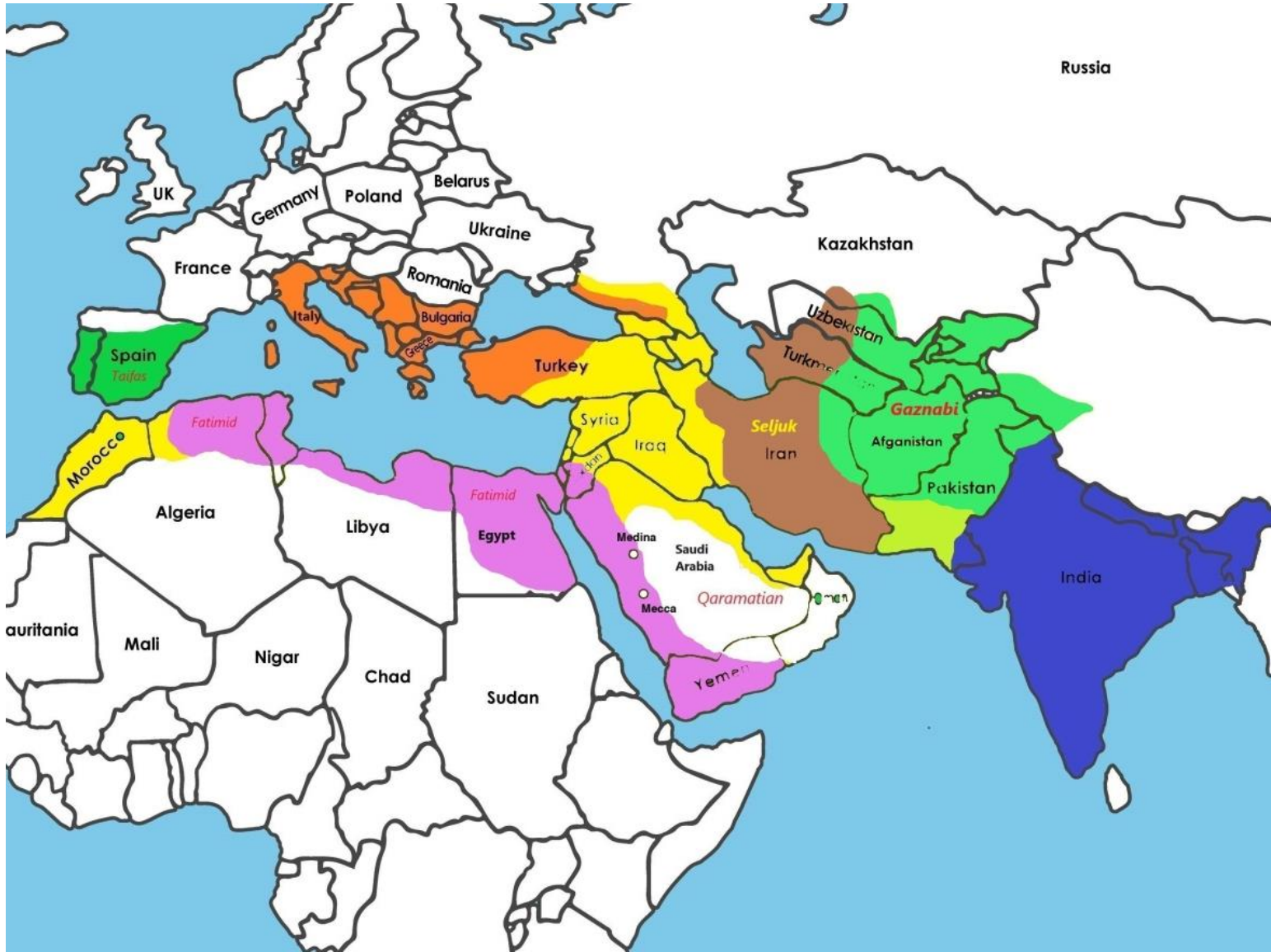
২৩. সেলজুক সাম্রাজ্য শুরু (১০৩৭-১১৯৪)

সেলজুক হল সুন্নী মুসমান সাম্রাজ্য যারা ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করেছেন। এই মহান সাম্রাজ্যের স্থপতি সুলতান তুঘরিল বেগ। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। সুলতান মালিক বেগ এর শাসনকালে এই সাম্রাজ্য অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এর পরবর্তীতে এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছোট ছোট আমিরাতে পরিণত হয়। এবং পরবর্তীতে মোঘল সাম্রাজ্য ও সেলজুক সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি। প্রখ্যাত দার্শনিক আল গাজ্জালি ১০৫৮ সালে সেলজুক রাজ্যের খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন।

২৪. হামাদিদদের আলজেরিয়া দখল ১০৪১

হামাদিদ বংশ ছিলো শানহাজা বার্বার বংশোদ্ভত যারা উত্তর পূর্ব আলজেরিয়া ১০০৮ থেকে ১১৫২ সাল পর্যন্ত শাসন করে। এর রাজত্ব আলমোহাদ খিলাফতের দ্বারা জয়লাভ করা হয়েছিল। ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই তারা ফাতিমি খিলাফাতের ইসমাইলিয়া শিয়া আকিদা প্রত্যাখ্যান করে এবং মালিকি মাযহাবের অনুসারী হয়ে সুন্নি ইসলাম গ্রহণ করে। তারা আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকে স্বীকৃতি দেয়।
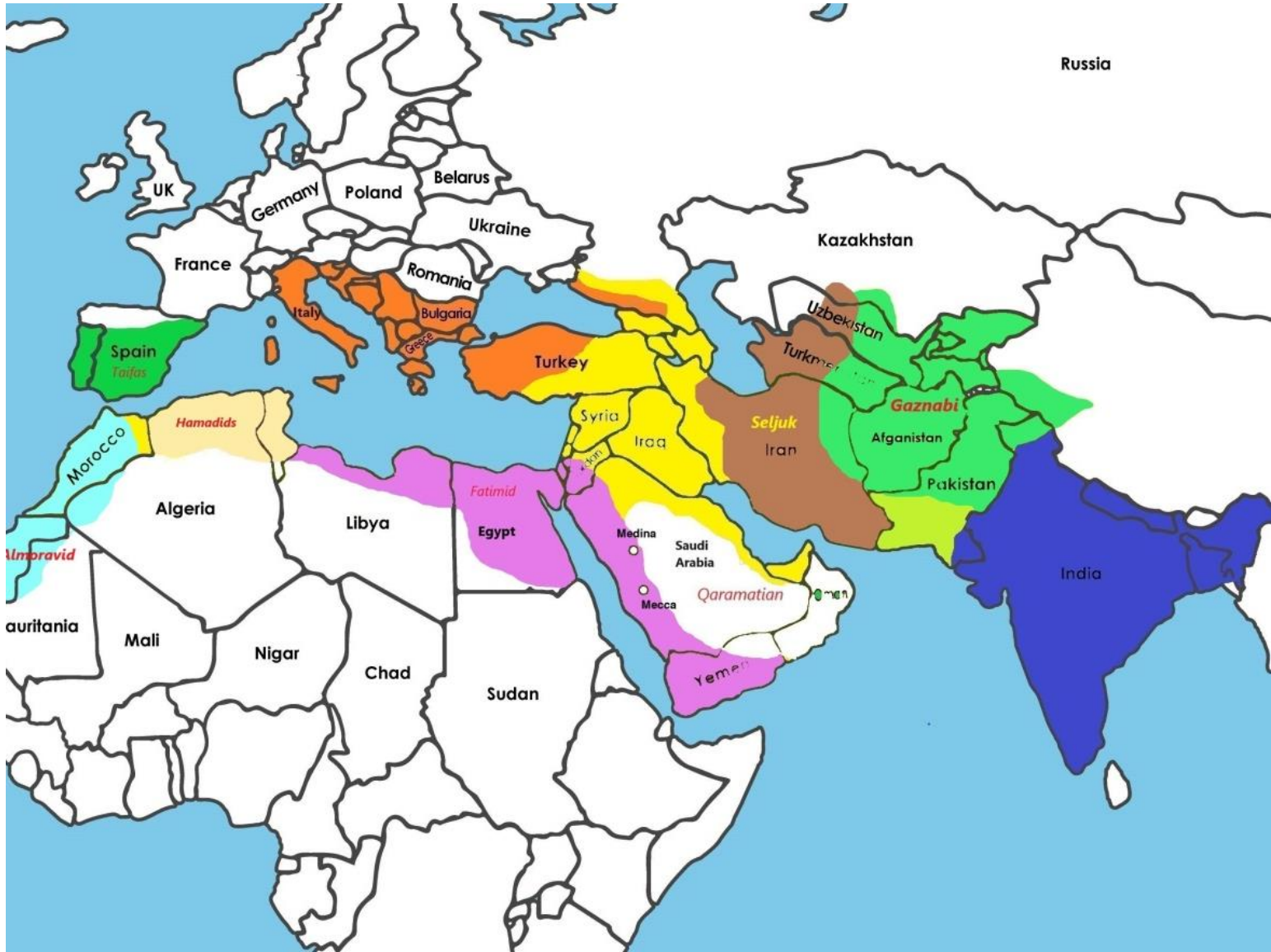
২৫. আলমোরাভি (১০৪০-১১৪৭) ও আলমোহাদ (১১২১-১২৬৯) শাসন

আলমোরাভি মরক্কোতে ১০৪০ সালে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা ছিলো সুন্নি বার্বার সম্প্রদায়ের বংশোদ্ভুত। তাদের শেষ রাজা ১১৪৭ সালে আলমোহাদ শাসক দ্বারা নিহত হয়। এরফলে তাদের মরক্কো ও আন্দালুসের শাসনের পতন হয়।
আলমোহাদ আলমোহাদ শাসন ছিল ১২ শতকের মরক্কান বংশোদ্ভূত বার্বার-মুসলিম রাজবংশের যা ১২ শতকে আটলাস পর্বতমালার তিন মিলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরাও সুন্নি ইসলাম অনুসরণ করতো।

২৬. সেলজুক শাসনের বিস্তৃতি ১০৬৫-১০৮৩

সেলজুক ১০৬৫ সালে ইরাক ও ওমান এবং ১০৮৩ সালের দিকে তুরস্ক দখল করে। এই সাম্রাজ্য ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করেছেন। এই মহান সাম্রাজ্যের স্থপতি সুলতান তুঘরিল বেগ । তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। সুলতান মালিক বেগ এর শাসনকালে এই সাম্রাজ্য অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এর পরবর্তীতে এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছোট ছোট আমিরাতে পরিণত হয়।

২৭. খাওয়ারজমীয় শাসনের শুরু ১০৭৭

খোয়ারিজমীয় সুন্নী মুসলিম রাজবংশ। ১০৭৭ সালে এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন আনুশ তিগিন ঘারাচাই যিনি সেলজুক সুলতানদের দাস ছিলেন।

২৮. প্রথম ক্রুসেডঃ রোমানদের নিকট জেরুজালেম পতন ১০৯৯

প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় ১০৯৫ সালে। পোপ আরবান ২ দ্বৈত উদ্দেশ্যে এই ক্রুসেড শুরু করেন, ঐশ্বরিক শহর জেরুজালেমকে মুসলমানদের কাছ থেকে স্বাধীন করা এবং এ পবিত্র ভূমিতে পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টানদের মুসলমান শাসন থেকে মুক্ত করা। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সেনাবাহিনী জেরুজালেম দখল করে এবং ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক তা বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এতে তাদের কর্তৃত্ব বহাল ছিল।

২৯. গজনবী সুলতানাতের ভারত অভিযান ১১৬৬

সুলতান মাহমুদ গজনভি ছিলেন গজনভি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক। ৯৯৭ থেকে ১০৩০ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পূর্ব ইরানিয় ভূমি এবং ভারত উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশ (বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) জয় করেন। সুলতান মাহমুদ সাবেক প্রাদেশিক রাজধানী গজনিকে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধশালী রাজধানীতে পরিণত করেন। তার সাম্রাজ্য বর্তমান আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান ও পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে ছিল। তিনি সুলতান উপাধিধারী প্রথম শাসক যিনি আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের শাসন চালু রাখেন। নিজ শাসনামলে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। ১১৫৫ সালে ইরানে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী জন্ম নেয়।
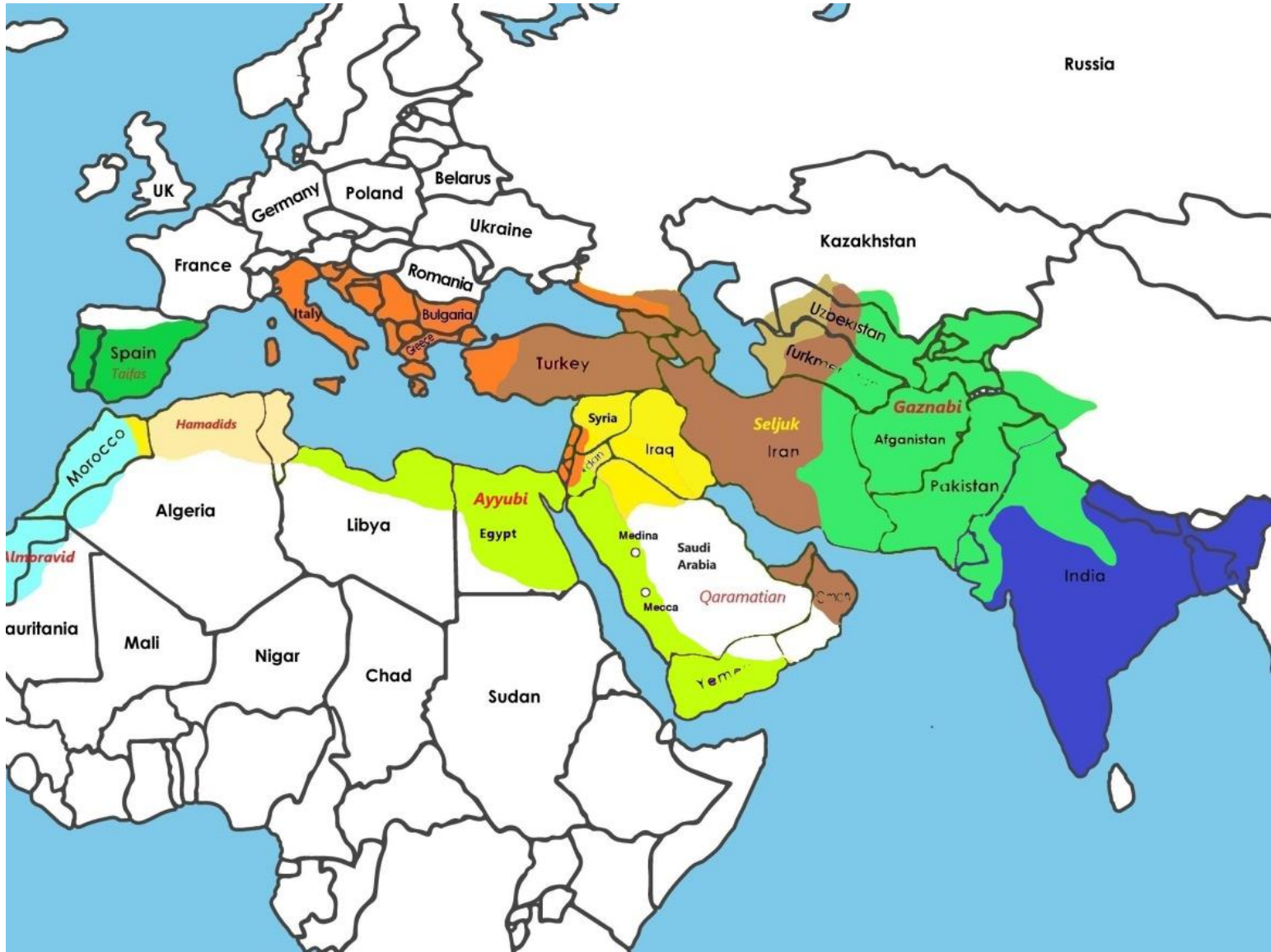
৩০. আয়্যুবী সালতানাত (১১৭১-১২৬০)

সুন্নি ইসলামের অনুসারী আইয়ুব ও শিরকুহ ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীন আইয়ুবীয় পরিবার জেনগি রাজবংশের সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কাজ করত। নূর উদ্দিন জেনগির মৃত্যুর পর ১১৭৪ সালে সালাদিন নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। পরবর্তী দশকে আইয়ুবীয়রা অত্র অঞ্চলে বিজয় অভিযান চালায়। ১১৮৩ সাল নাগাদ মিশর, সিরিয়া, উত্তর মেসোপটেমিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন ও আধুনিক তিউনিসিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার উপকূল আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১২৬০ সালে আইয়্যুবি সালতানাতের শেষ হয়।

৩১. আয়্যুবী সালতানাতের জেরুজালেম উদ্ধার ১১৮৮

সালাহউদ্দীনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে আইয়ুবী সেনারা ১১৮৭ সালে হাত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে। এর ফলে মুসলিমদের জন্য ক্রুসেডারদের কাছ থেকে ফিলিস্তিন জয় করা সহজ হয়ে যায়। ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর শুক্রবার তার সেনাবাহিনী অবরোধের পর জেরুজালেম জয় করে।

৩২. খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্যের ইরান দখল ১১৯৭

আনুশের পুত্র কুতুব উদ-দীন মুহাম্মদ উত্তরাধিকারসূত্রে খোয়ারিজমের প্রথম শাহ হিসেবে ক্ষমতা লাভ করে। এই রাজবংশ কেন্দ্রীয় এশিয়া এবং ইরানে রাজত্ব করেছিলো। প্রথম দিকে সেলজুক শাসনকর্তাদের অধীনে রাজত্ব করলেও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা অধিকার করেছিলো। ১২২০ সালে মোঙ্গল বাহিনী কর্তৃক খোয়ারিজমের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এই বংশের ক্ষমতা বহাল ছিল।

৩৩. দিল্লি সুলতানাত ১২০৬

দিল্লি সালতানাত বলতে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকালকে বুঝানো হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে রাজত্বকারী একাধিক মুসলিম রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি দিল্লি সালতানাত নামে অভিহিত। এই সময় বিভিন্ন তুর্কি ও আফগান রাজবংশ দিল্লি শাসন করে। এই রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি হল: মামলুক সালতানাত (১২০৬-৯০), খিলজি রাজবংশ (১২৯০-১৩২০), তুঘলক রাজবংশ (১৩২০-১৪১৩), সৈয়দ রাজবংশ (১৪১৩-৫১) এবং লোদি রাজবংশ (১৪৫১-১৫২৬)। ১৫২৬ সালে দিল্লি সালতানাত উদীয়মান মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশে যায়। জালালুদ্দিন রুমি ১২০৭ সালে আফগানিস্তানে জন্ম গ্রহণ করে।

৩৪. মঙ্গলীয়দের উত্থান ১২০৬

চেঙ্গিস খান (আসল নাম তেমুজিন খান) মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১১৯০ সালের দিকে চেঙ্গিস খান মঙ্গোল জাতীর একমাত্র নেতা (খান) হবার সংকল্পে যুদ্ধ শুরু করেন। তার সমরকুশলতা ও উপযুক্ত নীতির কারনে তিনি সব গোত্রকেই ধ্বংস অথবা বশিভুত করতে সক্ষম হন। অনেকবার তিনি তার কাছের সহযোগীদেরও ছাড়েননি। যেমন তিনি তার সবচে কাছের বন্ধু জামুখাকেও পরাজিত করে হত্যা করেন। এভাবে তিনি মঙ্গোল জাতীর প্রধান খান হন ও চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহন করেন। তার অভিষেক হয় ১২০৬ সালে। তখন থেকেই মঙ্গোল সাম্রাজ্যের শুরু ধরা হয়। চেঙ্গিস খান ছিলো শামানিবাদ।

৩৫. মঙ্গলীয়দের খোরাসান দখল ১২২১

মঙ্গোল জাতির বিজয় অভিযান শুরু হয় চেঙ্গিস খানের আমলেই। তিনি চীনা সাম্রাজ্যসমুহ, খওারিজমের শাহ, পশ্চিম এশিয়ার তুর্কি গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও জয়লাভ করেন। তার বিজয়াভিযান ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ১২২৭ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত ২১ বছর তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশে ধ্বংসযজ্ঞ চালান ও নিজের জাতিকে সমৃদ্ধ করেন।

৩৬. দিল্লি সালতানাতের বিস্তৃতি ১২৩৬

গজনির শাসনকর্তা মুহাম্মদ ঘুরি ভারত বিজয়ের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুলতান ও উচ্ বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে পদার্পণ করেন। এরপর একে একে পেশাওয়ার, লাহোর ও পশ্চিম পাঞ্জাব জয় করেন। ১১৯১ সালে ভারতে তার বিজিত স্থানগুলির শাসনভার নিজের বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবেকের হাতে অর্পণ করে গজনি প্রত্যাবর্তন করেন মুহাম্মদ ঘুরি। কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বে মিরাট, দিল্লি, রণথাম্বোর, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল অধিকৃত হয়। তার অন্যতম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার ও ১২০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন। এইভাবে উত্তর ভারতের এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে প্রত্যক্ষ মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৭. মামলুক সালতানাত (১২৪৩ -১৫১৭)

মামলুক সালতানাত ছিল মধ্যযুগের মিশর, লেভান্ট, তিহামাহ ও হেজাজ জুড়ে বিস্তৃত একটি রাজ্য। আইয়ুবীয় রাজবংশের পতনের পর থেকে ১৫১৭ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের মিশর বিজয়ের আগ পর্যন্ত মামলুকরা ক্ষমতায় ছিল। মামলুকরা ছিল কুমান কিপচাক, সিরকাসিয়ান ও জর্জিয়ান বংশোদ্ভূত দাস। এদের অধিকাংশ ছিলো সুন্নি এবং কিছু ছিলো শিয়া ইসলামের অনুসারী। মামলুকদের ক্রয়ের সময় তাদের অবস্থান সাধারণ দাসদের উপরে থাকত। অন্যরা অস্ত্র বহন বা নির্দিষ্ট কিছু কাজের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল না। সাধারণ মুক্ত মিশরীয় মুসলিমদের চেয়ে মামলুকদের সামাজিক অবস্থান উপরে ছিল। পরবর্তীতে পতন হলেও মামলুক সালতানাত একসময় মিশরীয় ও সিরীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায়।

৩৮. আব্বাসীয় যুগের পতন ১২৫৮

১২০৬ সালে চেঙ্গিস খান মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলদের মধ্যে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৩ শতাব্দীতে এই মঙ্গোল সাম্রাজ্য অধিকাংশ ইউরেশিয়ান অঞ্চল জয় করে ফেলে। ১২৫৮ সালে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস করার মাধ্যমে আব্বাসীয় যুগের পতন ঘটে।

৩৯. মঙ্গলীয়দের বিভাজন ১২৬১

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পরও অভিযান থেমে থাকেনি। তার উত্তরাধিকারিরা কোরিয়া থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত ভূভাগ নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। তবে ১২৬০ এর দশক থেকেই তাদের ভাঙ্গন শুরু হয় এবং ১২৯০ সালের মধ্যে এই বিশাল সাম্রাজ্য ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে। ইলখানাতে, গোল্ডেন হর্ডে ও চাগতাই খানাতে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ইউয়ান বংশ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। ইবনুল কায়্যুম আল জাওজিয়া ১২৯২ সালে দামাস্কাসে জন্ম নেয়।

৪০. তুর্কিদের উত্থান ১৩০০

তুর্ক বলতে একটি বৃহত্তর জাতিকে বোঝায়, যার মধ্যে বর্তমানের কাজাখ, উজবেক, কিরগিজ, এবং তুর্কি জাতির লোকেরা, এবং অতীতের বুলগার, হুন, সেলজুক, উসমানীয়, তৈমুরীয়, ইত্যাদি জাতিগুলি অন্তর্ভুক্ত। ৬ষ্ঠ শতকে প্রথম তুর্ক শব্দ বিশিষ্ট রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে, যার নাম ছিল গিয়কতুর্ক অর্থাৎ নীল তুর্ক। এর পরে ৮ম শতকে কার্লুক জাতি, উইঘুর জাতি, কিরগিজ জাতি, ওঘুজ তুর্ক জাতি, ইত্যাদি তুর্ক জাতির আবির্ভাব ঘটে। এই জাতিগুলি মঙ্গোলিয়া ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র পত্তন করছিল, তখন তারা মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এবং ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। তবে এখনও ছোট ছোট তুর্ক দল আছে যারা অন্যান্য ধর্ম যেমন খ্রিস্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জরথুষ্ট্রবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। তুর্কিতে ১২৬৩ সালে ইবনে তাইমিয়া জন্ম নেয়। ১৩০১ সালে সিরিয়ার বসরায় ইবনে কাসির জন্ম নেয়।

৪১. দিল্লি সালতানাতের সম্পুর্ন ভারত দখল ১৩২৭

১৩২৭ সালের দিকে দিল্লি সালতানাত পুরো ভারতে তার রাজ্য সম্প্রসারিত করে। ১৩৩২ সালে ইতিহাসবিদ ইবন খালদুন তুনিশিয়ায় জন্ম নেয়।

৪২. তিব্বত সম্রাজ্য ১৩২৩

তিব্বত সাম্রাজ্য সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অবস্থিত এবং পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য বর্তমান উত্তর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, ভূটান, নেপাল, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইয়ার্লুং উপত্যকার গ্নাম-রি-স্রোং-ৎসন আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেষ সম্রাট গ্লাং-দার-মার মৃত্যুতে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৪৩. মারিনিদ শাসন, আলজেরিয়া (১৩৪৮ -১৪৬৫)

মারিনিরা ছিলো সুন্নি ইসলামের অনুসারী যারা মূলত বার্বার বংশোদ্ভুত। তারা মরক্কো ও তার আশেপাশের এলাকা ১৩ থেকে ১৫ শ শতাব্দী পররযন্ত শাসন করে। ১২৪৪ সালে মারিনি শাসকরা আলমোহাদ খলিফাকে উচ্ছেদ করে যারা মরক্কো নিয়ন্ত্রন করতো। এরা আন্দালুসের গ্রানাডার শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করতো। ১৪৬৫ সালের বিদ্রোহে মারিনিদরা পরাস্থ্ হয় এবং ওয়াত্তাসি বংশ ১৪৭২ সালে ক্ষমতায় আসে।

৪৪. তৈমুরী সাম্রাজ্য (১৩৯৪ -১৫০১)

তৈমুরি সাম্রাজ্য ছিল একটি তুর্ক-মঙ্গোল সাম্রাজ্য। সুন্নি ইসলামের অনুসারী। এটি বর্তমান ইরান, ককেসাস, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া ও তুরস্ক জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সম্রাট তৈমুর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৬৭ সালে আগ কোয়ুনলুদের কাছে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেও রাজবংশের উত্তরসুরিরা ছোট ছোট রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এসব রাজ্য তৈমুরি আমিরাত নামে পরিচিত ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে ফারগানার তৈমুরি শাহজাদা বাবর এখানে ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৪৫. উসমানী সম্রাজ্য (১২৯৯-১৯২২)

উসমানীয় সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য বা তুরস্ক বলে পরিচিত। এটি একটি সুন্নি ইসলামি সাম্রাজ্য। ১২৯৯ সালে অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত প্রথম উসমান উত্তরপশ্চিম আনাতোলিয়ায় এই সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান জয়ের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্য বহুমহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে এবং খিলাফতের দাবিদার হয়। ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের কনস্টান্টিনোপল জয় করার মাধ্যমে উসমানীয়রা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে।

৪৬. সাফাভীদের শাসন ১৫০২

সাফাভি রাজবংশ পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর অন্যতম। একে প্রায় আধুনিক পারস্যের ইতিহাসের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই রাজবংশ বারো ইমাম পন্থি শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সাফাভি শাসন ১৫০১ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এরপর ১৭২৯ থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্তকালের জন্য তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সীমায় আধুনিক ইরান, আজারবাইজান, বাহরাইন ও আর্মেনিয়া; জর্জিয়া, উত্তর ককেসাস, ইরাক, কুয়েত ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ এবং তুরস্ক, সিরিয়া, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৭. উসমানীদের বিস্তৃতি ১৫৮৯

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষত সুলতান প্রথম সুলাইমানের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেসাস, উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত একটি শক্তিশালী বহুজাতিক, বহুভাষিক সাম্রাজ্য ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যে ৩৬টি প্রদেশ ও বেশ কয়েকটি অনুগত রাজ্য ছিল। এসবের কিছু পরে সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে নেয়া হয় এবং বাকিগুলোকে কিছুমাত্রায় স্বায়ত্ত্বশাসন দেয়া হয়।

৪৮. সাদী শাসন ১৫৯৩

সুন্নি ইসলামের অনুসারী সাদী রাজবংশ ছিলো মরোক্কোর অধিবাসী। এরা ১৫৪৯ থেকে ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত মরক্কো শাসন করে। ১৫০৯ থেকে ১৫৪৯ সাল পর্যন্ত তারা কেবল দক্ষিণ মরক্কো শাসন করে।

৪৯. ভারতে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৮৫৭)

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদির বিরুদ্ধে বাবরের জয়ের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। তারা চাগতাই খান ও তৈমুরের মাধ্যমে চেঙ্গিস খানের বংশধর। ১৫৫৬ সালে আকবরের ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্রূপদী যুগ শুরু হয়। ১৭৩৯ সালে কারনালের যুদ্ধে নাদির শাহের বাহিনীর কাছে মুঘলরা পরাজিত হয়। এসময় দিল্লি লুণ্ঠিত হয়। পরের শতাব্দীতে মুঘল শক্তি ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে পড়ে এবং শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কর্তৃত্ব শুধু শাহজাহানাবাদ শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনে তিনি একটি ফরমান জারি করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার অভিযোগ এনে কারাবন্দী করে। শেষে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মারা যান।

৫০. হোতাক সাম্রাজ্য (১৭২৩-১৭৩৮)

হুতাক রাজবংশ বা হুতাকি রাজবংশ ছিল একটি গিলজি পশতুন রাজবংশ। সুন্নি ইসলামের অনুসারী। ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে মীরওয়াইস হুতাক এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সাফাভি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কান্দাহার স্বাধীন করেছেন। ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আফশারি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নাদির শাহ শেষ হুতাক শাসক হুসাইন হুতাককে কান্দাহারের অবরোধের পর পরাজিত করেন। হুতাক রাজবংশ বর্তমান আফগানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও ইরানের অনেকাংশ শাসন করেছে।

৫১. প্রথম সৌদি রাষ্ট্র (১৭৪৪-১৮১৮)

দিরিয়া আমিরাত ছিল প্রথম সৌদি রাষ্ট্র। ১৭৪৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের পর এর প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেকে এরা সালাফী (সুন্নী) হিসেবে পরিচয় দেয় এবং তাওহিদের বিশ্বাসের পুনপ্রতিষ্ঠা হিসেবে দেখেন। বেশ কিছু সামরিক অভিযানের পর মুহাম্মদ বিন সৌদ ১৭৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ তার উত্তরসুরি হন। সৌদি সেনারা ১৮০১ সালে শিয়াদের নিকট পবিত্র বলে বিবেচিত কারবালা শহরে আক্রমণ চালায়। সেখানে থাকা সুফিদের নিদর্শন ও স্মৃতিমূলক বস্তুগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। সালাফি মতাদর্শে এসবকে শিরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৫২. আফসারিদ শাসন (১৭৩৬-১৭৯৬)

ইরানিয়ান এই রাজবংশের উতপত্তি তুর্কি আফশার গোত্র থেকে। শিয়া রাজবংশের নাদের শাহ কর্তৃক ১৭৩৬ সালে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সাফাভি বংশের পতন ঘটিয়ে নিজেকে ইরানের শাহ ঘোষনা করেন। তার সময়ে তিনি ইরান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজার বাইজান, উত্তর ককেশাস ইত্যাদি স্থান শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যের অধিক অংশ জান্দ, দুরানী, জর্জিয়ান এবং ককেশান খানাতে দ্বারা বিভক্ত হয়। ফলত কেবলমাত্র খোরাসান অঞ্চলে তাদের শাসন টিকে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ খান কাযার দ্বারা ১৭৯৬ সালে আফশারি শাসন বিলুপ্ত হয়।

৫৩. কাযার শাসন (১৭৮৫-১৯২৫)

তুর্কি বংশোদ্ভুত শিয়া কাযার বংশ ১৭৮৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ইরান অঞ্চল শাসন করে। রাসিয়ানদের কাছে ১৯ শতকে কাযার তার জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজন ইত্যাদি অঞ্চল হারায়।

৫৪. প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের হিজাজ দখল ১৭৮৬

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের মৃত্যুর ১১ বছর পর আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদের পুত্র সৌদ বিন আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ বিন সৌদ হেজাজ তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অভিযানে বের হন। প্রথমে তাইফ শহর জয় করা হয়। এরপর দুই পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনা তার দখলে আসে। এই ঘটনা উসমানীয় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ১৫১৭ সাল থেকে উসমানীয়রা এই দুই শহর শাসনের দায়িত্ব পালন করছিল।

৫৫. উসমানী খিলাফাতের হিজাজ পুনরোদ্ধার ১৮১৮

উসমানীয়রা আল সৌদকে দুর্বল করার দায়িত্ব মিশরের উসমানীয় শাসক মুহাম্মদ আলি পাশার হাতে অর্পণ করে। এর মাধ্যমে উসমানীয়-সৌদি যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাম্মদ আলি পাশা সমুদ্রপথে তার সেনাদের হেজাজে পাঠান। তার পুত্র ইবরাহিম পাশা উসমানীয় সেনাদের নজদের কেন্দ্র পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন। তারা একের পর এক শহর জয় করে। শেষপর্যন্ত ইবরাহিম পাশা সৌদি রাজধানী দিরিয়া পৌছে যান এবং কয়েকমাস পর্যন্ত একে অবরোধ করা হয়।

৫৬. প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের পতন ১৮১৮

১৮১৮ সালের শীতকালে দিরিয়া আত্মসমর্পণ করে। ইবরাহিম পাশা আল সৌদ ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব পরিবারের অনেক সদস্যকে মিশর ও উসমানীয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেন। আবদুল্লাহ বিন সৌদকে কনস্টান্টিনোপলে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এভাবে প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। আবদুল্লাহর তুর্কি নামের এক পুত্র মরুভূমিতে পালিয়ে যায়। এই তুর্কি বিন আবদুল্লাহ পালিয়ে বনু তামিম গোত্রে আশ্রয় নেয়। পরে ১৮২১ সালে তিনি আত্মগোপন থেকে প্রকাশ্যে এসে ওসমানিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

৫৭. দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্র (১৮২৪ -১৮৯১)

১৮২৪ সালে তুর্কি বিন আবদুল্লাহ ওসমানিয়াদের নিয়োজিত মিশরীয়দের হটিয়ে দিরিয়া ও রিয়াদ দখল করে নেয়। রিয়াদকে রাজধানী করে গঠিত এই নজদ আমিরাত ইতিহাসে "দ্বিতীয় সৌদি রাজ্য" নামে পরিচিত। দ্বিতীয় সৌদি রাজ্যটি অবশ্য খুব কম এলাকাই দখলে নিতে পেরেছিল। তবে এবার সৌদ পরিবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কথিত ইমাম তুর্কি বিন আবদুল্লাহকে তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই মুশারি বিন আবদুল রহমান বিদ্রোহ করে ১৮৩৪ সালে হত্যা করে। তবে ক্ষমতা পায়নি মুশারি। তুর্কির ছেলে ফয়সাল এরপর নজদ আমিরাতের ইমাম হয়। সৌদ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। অবশেষে ১৮৯১ সালে মুলায়দার যুদ্ধে ওসমানিয়াদের অনুগত রাশিদী বাহিনীর হাতে দ্বিতীয় সৌদি আমিরাতের পতন ঘটে।

৫৮. জাবাল শামার আমিরাত (১৮৩৬ -১৯২১)

উসমানী খিলাফার অধীনস্থ মক্কা ও মদীনা বাদে বর্তমান আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা ছিলো মূলত দুটি আরব পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এক, আল-সৌদ পরিবার তাদের শাসিত এলাকার নাম ছিলো রিয়াদ আমিরাত ও দুই, আর রশিদ পরিবার শাসিত এলাকা ছিলো জাবাল শামার আমিরাত। ১৮৩৬ সালে জাবাল শামার আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল আরবের নজদ অঞ্চলের একটি রাষ্ট্র। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অস্তিত্বশীল ছিল। জাবাল শামার অর্থ "শামারের পর্বত"। এর রাজধানী ছিল হাইল। আল রশিদ পরিবার ছিল এই রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনকর্তা। রশিদিরা উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। উনিশ শতকে উসমানীয়দের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার পর থেকে এই মিত্রতা হ্রাস পেতে থাকে।

৫৯. ভারতে কোম্পানি শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮)

ভারতে কোম্পানি শাসন বলতে বুঝায় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব কোম্পানির হাতে পরাজিত হলে কার্যত এই শাসনের সূচনা ঘটে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে এবং প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে নিযুক্ত করে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই শাসন স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নেয় এবং দেশে নতুন ব্রিটিশ রাজ প্রবর্তিত হয়। ১৭৫০ সালে টিপু সুলতান ভারতে জন্ম নেয়।

৬০. ব্রিটেনের আফগানিস্তান দখল ১৮৪০

১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সংঘটিত হয়। কিছু যুদ্ধে আফগানরা জয় লাভ করলেও সর্বশেষ লড়াইয়ে ব্রিটিশরা আফগানদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রেট গেমের সময় সংঘটিত সংঘর্ষের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান যুদ্ধ। এসময় এশিয়ার আধিপত্য নিয়ে যুক্তরাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগীতা চলছিল।

৬১. ব্রিটেনের আফগানিস্তান পতন ১৮৪২

১৮৪২ সালের ১ জানুয়ারি উভয় পক্ষ একটি সম্মতিতে উপনীত হয়। এতে বলা হয় যে আফগানিস্তান থেকে ব্রিটিশ গেরিসন ও এর উপর নির্ভরশীলরা নিরাপদে দেশত্যাগ পারবে। এর পাঁচদিন পরে প্রত্যাহার শুরু হয়। তুষারাবৃত গিরিপথ অতিক্রমের সময় গিলাজাই যোদ্ধাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। গান্দামাক গিরিপথে ব্রিটিশ বাহিনীর সদস্যরা ব্যাপক সংখ্যায় নিহত হয়। তাদের মধ্যে শুধু ড. উইলিয়াম ব্রাইডন জালালাবাদ ঘাটিতে পৌছান। এসময় বাহিনীর সদস্যসংখ্যা চল্লিশের নিচে নেমে আসে। লড়াইয়ে ৪৪তম রেজিমেন্ট অব ফুটের প্রায় সবাই নিহত হয়। শুধু ক্যাপ্টেন জেমস সুটার, সার্জেন্ট ফেয়ার ও সাতজন সৈনিক বন্দী হওয়ায় বেঁচে যায়।

৬২. ফ্রান্সের আলজেরিয়া দখল ১৮৫৯

১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখলের মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় প্রবেশ করে ফ্রান্স। তারা দেশটি শাসন করে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। আলজেরীয় তথ্যসূত্র মতে প্রায় ১৩০ বছরের 'সভ্যতার মিশনে' তারা ২০ লাখের বেশি আলজেরীয়কে হত্যা করেছে। ফ্রান্সের হিসাব অনুযায়ী দশ লাখ আলজেরীয় এবং এক লাখ ফরাসি নিহত হয়েছে। ১৮৫৭ সালে আল্লামা শিবলি নোমানী ভারতে জন্ম নেয়।

৬৩. ব্রিটেনের মিশর দখল ১৮৮২

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিশর দখল করে। এরপর প্রায় ৪০ বছর মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯২২ সালে দেশটি একটি রাজতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্রিটিশ সেনারা মিশরে থেকে যায়।

৬৪. ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা ঔপনিবেশ ১৯০১

ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বলতে ১৭শ শতক থেকে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপের বাইরের যেসমস্ত অঞ্চল ফ্রান্সের অধীনে ছিল, তাদেরকে বোঝায়। ভূমির ক্ষেত্রফলের হিসাব অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সাম্রাজ্যটি এর বিস্তারের চরমে পৌঁছেছিল; ঐ সময় সাম্রাজ্যের আয়তন দাঁড়ায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। ১৯০৩ সালে আবুল আলা মৌদুদি জন্ম গ্রহণ করেন।

৬৫. তৃতীয় সৌদি রাষ্ট্র ১৯০২

"তৃতীয় সৌদি রাজ্য" বা বর্তমান সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ ১৯০২ সালে রিয়াদের মাসমাক দুর্গ আক্রমণ করে। মাসমাকের ওসমানিয়া অনুগত রাশিদী প্রশাসক ইবনে আজলানকে হত্যা করে। এভাবে ইতিহাসে তৃতীয় সৌদি রাজ্যের সূচনা হয়। এরপর সৌদিরা একে একে রাশিদীদের নজদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হটিয়ে দিতে থাকে। ১৯০৭ সালের মধ্যে সৌদিরা নজদের বিরাট এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। হাসান আল বান্না ১৯০৬ সালে মিশরে জন্ম নেয়।

৬৬. ইতালীর লিবিয়া দখল ১৯১১

অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ইতালি লিবিয়া দখল করে ১৯১১ সালে। সে সময় ওমর আল-মুখতারের নেতৃত্বে লিবিয়ানরা ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই ওমর আল-মুখতার, যাকে নিয়ে লায়ন অফ দ্যা ডেজার্ট চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। ২০ বছরের সংগ্রামের পর ১৯৩১ সালে ওমর আল-মুখতার ধরা পড়েন, তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং লিবিয়ান রেজিস্ট্যান্স এক প্রকার ধ্বংস হয়ে যায়। সাইয়েদ কুতুব ১৯০৬ সালে মিশরে জন্ম নেয়।

৬৭. বৃটেনের জেরুজালেম দখল ১৯১৫

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের দুই পক্ষের এক পক্ষ ছিলো অক্ষ শক্তি (জার্মানী, অস্ট্রো হাঙ্গেরী, উসমানী খিলাফাত) আর অন্য পক্ষ ছিলো মিত্র শক্তি (সার্বিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া)।যুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৯১৫ সালে বৃটেন জেরুজালেম দখল করে।

৬৮. শরীফ হোসাইনের হিজাজ দখল ১৯১৭

শরীফ হোসাইন বিন আলী ছিলেন আহলে বাইত অর্থাৎ নবী (স) এর বংশধর। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মক্কার শরীফ ও আমির ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯১৬ সালে তিনি বৃটেনের সাথে করা চুক্তি মোতাবেক উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন। এর উপহারস্বরুপ বৃটেন তাকে হেজাজ দান করে। এরপর নিজেকে তিনি খলিফা হিসেবে ঘোষনা করেন।

৬৯. আল সৌদের হিজাজ পুনর্দখল ১৯২৫

ব্রিটিশরা স্বাভাবিকভাবেই হুসাইনের নিজেকে খলিফা ঘোষণা করা মেনে নেয়নি এবং শাসক হিসেবে হুসাইনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ তখন বৃটিশদের সহযোগিতায় হেজাজ আক্রমণ করে এবং ১৯২৫ সালেরশেষ নাগাদ পুরো হেজাজ দখলে নিয়ে নেয়। ১৯২৬ সালের ৮ জানুয়ারি আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ মক্কা-মদিনা-জেদ্দার গোত্রীয় নেতাদের সমর্থনে নিজেকে হেজাজের "সুলতান" ঘোষণা করে। ১৯২৭ সালের ২৭ জানুয়ারি ইবনে সৌদ আগের নজদ ও বর্তমান হেজাজ মিলিয়ে Kingdom of Nejd and Hejaz ঘোষণা করে। ৪ মাস পর সেই বছরের ২৭ মে জেদ্দা চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা Kingdom of Nejd and Hejaz-কে স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৭০. সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাক বন্টন ১৯২০

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়ে ফ্রান্স তার প্রাপ্ত অংশ সিরিয়াকে কয়েক অংশে ভাগ করে। এর মধ্যে লেবাননকে আরব খ্রিষ্টানদের উপহার হিসেবে দান করে। তারা শিয়া 'আলা ওঃই'দের কে ক্ষমতা দেয় এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী করে। ৩০ বছর পর যখন ফ্রান্স ক্ষমতা হাঁড়ায় তখন 'আলাওঃই' দের একজন শরিফ আল আসাদ ক্ষমতায় আসে।

বৃটিশরা শরীফ হোসাইনের মেঝ ছেলে আবদুল্লাহকে দেয় জর্ডান। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে হোসেন শাসন করে ১৯৫২-১৯৯৯ পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ এখন শাসন করছে।

এদিকে শরীফ হোসাইনের ছোট ছেলে ফয়সালকে দেয় ইরাক। কিন্তু ইরাকের মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে পরে শরিফ বংশের অন্যান্য সদস্য সেখানে শাসন করে। ১৯৫৮ সালে ইরাকের সেনাবাহিনী আন্দোলন করে এবং শরিফ বংশের সবাইকে এক জায়গায় করে গণহত্যা করে। ১৯৬৮ সালে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় আসে।

৭১. তুরস্ক স্বাধীন ১৯২৩

১৯১৮ সালে মিত্রশক্তির বিজয়ের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং ফলশ্রুতিতে উসমানী খিলাফতের ধ্বংস ঘটে। যদিও উসমানীরা ১৯২২ পর্যন্ত নামে মাত্র টিকে ছিল এবং খলীফার পদটি ১৯২৪ সাল পর্যন্ত নামমাত্র ভাবে টিকে ছিল, যুদ্ধপরবর্তী সময়ে উসমানীদের অধীনে থাকা সব অঞ্চল ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশে পরিণত হয়। 'স্যাভরেস চুক্তি' এর মাধ্যমে তুরস্ক লাভ করে ব্রিটেন ,কিন্তু কামাল পাশা যুদ্ধ করে বসে এবং তুর্কিস্থানের ১/৬ অংশ নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। যার নাম দেয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক' এবং সে খিলাফত নিষিদ্ধ করে আমাদের দেখা শেষ খলিফা '২য় আব্দুল মযিদ'কে নির্বাসিত করে এবং নবিজী(স) এর পর থেকে এই প্রথম খিলাফত বিলুপ্ত হয়।

৭২. পাহলভী রাজতন্ত্র, ইরান ১৯২৫

১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সহায়তায় রেজা শাহ পাহলভী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কাজার রাজবংশের শেষ রাজা আহমদ শাহ কাজারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পাহলভী রাজবংশের সূচনা করেন। তিনি সাংবিধানিকভাবে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লবের প্রেক্ষিতে পাহলভী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৭৩. সৌদি আরব গঠন ১৯৩২

১৯২৭-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ-সৌদের "Protectorate" স্ট্যাটাসের দারিন চুক্তি, ১৯১৫-এর সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী ৫ বছর আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ তার দুই রাজত্বকে আলাদা রেখেই শাসন করে। অবশেষে ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইবনে সৌদ তার দুই রাজত্বকে একত্রিত করে তার নিজের ও বংশের পদবি অনুসারে দেশের নাম "Kingdom of Saudi Arabia" (আরবি: المملكة العربية السعوديةal-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah) ঘোষণা করে।

৭৪. জর্দান স্বাধীন ১৯৪৬

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ব্রিটিশরা অঞ্চলটি দখলে নেয়। জর্দান নদীর পূর্বতীরের ট্রান্সজর্ডান এবং পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিন উভয়ই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৪৬ সালে ট্রান্সজর্ডান অংশটি একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৯ সালে এর নাম বদলে শুধু জর্দান রাখা হয়।

৭৫. ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন ১৯৪৭

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ ভারত ভেঙে হয়ে পাকিস্তান অধিরাজ্য ও ভারত অধিরাজ্য নামে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়। পাকিস্তান অধিরাজ্য পরবর্তীকালে আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত অধিরাজ্য পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বা ভারত গণরাজ্য নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের ফলে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও পাঞ্জাব প্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (ভারত) ও পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ (পাকিস্তান) গঠিত হয়।

৭৬. লিবিয়া স্বাধীন ১৯৪৮

লিবিয়াতে প্রাচীনকালে ফিনিসীয়, রোমান ও আরবেরা বসতি স্থাপন করেছিল। ২০শ শতকের প্রথমভাগে ইতালীয়রা দেশটিকে একটি উপনিবেশে পরিণত করে। ১৯৫১ সালে দেশটি একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রে পরিণত হয় এবং ১৯৬৯ সালে তরুণ সামরিক অফিসার মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি ক্ষমতা দখল করেন। গাদ্দাফি তাঁর সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী এক নতুন লিবিয়া গঠন করেন। তিনি লিবিয়াকে একটি সমাজতান্ত্রিক আরব গণপ্রজাতন্ত্র আখ্যা দেন।

৭৭. মিশর স্বাধীন ১৯৫২

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিশর দখল করে। এরপর প্রায় ৪০ বছর মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯২২ সালে দেশটি একটি রাজতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্রিটিশ সেনারা মিশরে থেকে যায়। ১৯৫২ সালে জামাল আব্দেল নাসের-এর নেতৃত্বে একদল সামরিক অফিসার রাজতন্ত্র উৎখাত করে এবং একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মিশর প্রতিষ্ঠা করে।

৭৮. সুদান স্বাধীন ১৯৫৬

অধুনা দক্ষিণ সুদান ও সুদানের অন্তর্গত ভূখণ্ডটি মুহাম্মদ আলি রাজবংশের শাসনকালে মিশরের অধীনে ছিল। পরে এটি যুক্তরাজ্য ও মিশরের যৌথমালিকানাধীন এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে সুদান স্বাধীন হয়।

৭৯. তিউনিসিয়া এবং মরক্কো স্বাধীন ১৯৫৬

১৮৮১ সাল থেকে তিউনিসিয়া ফ্রান্সের একটি উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৬ সালে এটি স্বাধীনতা লাভ করে। আধুনিক তিউনিসিয়ার স্থপতি হাবিব বুর্গিবা দেশটিকে স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দেন এবং ৩০ বছর ধরে দেশটির রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিউনিসিয়া উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইসলাম এখানকার রাষ্ট্রধর্ম; প্রায় সব তিউনিসীয় নাগরিক মুসলিম।

৮০. ইরাক স্বাধীন ১৯৫৮

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উসমানীয় সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। এসময় উসমানীয় ইরাকের তিনটি প্রদেশ ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে আসে। আশ্বাস ও সুসম্পর্কের কারনে ব্রিটিশরা শরীফ হোসাইনের ছোট ছেলে ফয়সাল ইরাকের প্রথম বাদশাহ করেন। ইরাকের অধিকাংশ শিয়া ও কুর্দিরা হাশিমিদের শাসনের বিরোধী ছিল। ১৯৫৮ সালে ইরাকি জাতীয়তাবাদি অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইরাকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিপ্লবের পর ইরাক প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।
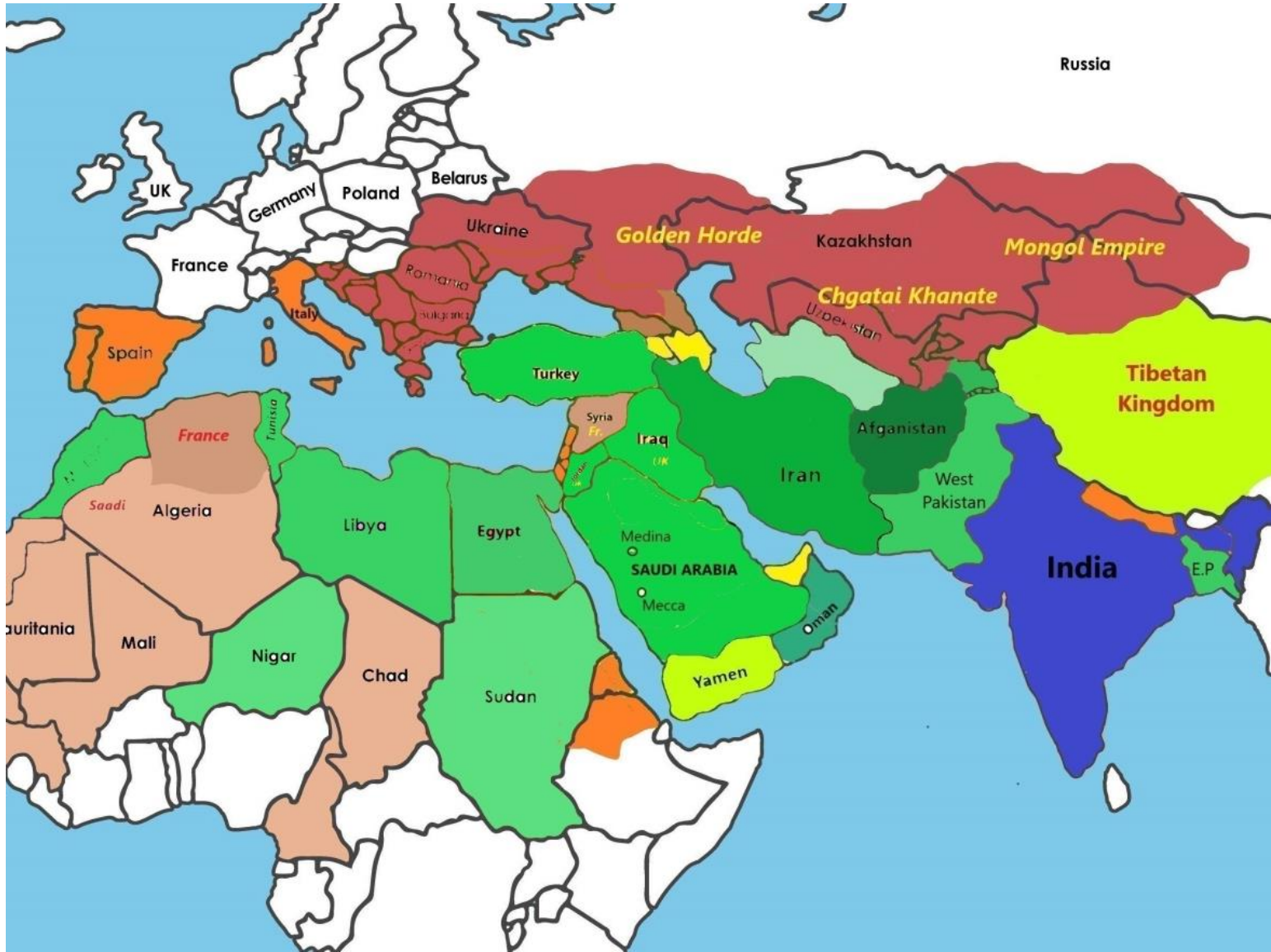
৮১. নাইজার স্বাধীন ১৯৫৮

২৩ জুলাই ১৯৫৬ এর Overseas Reform Act এর ফলস্বরুপ ১৯৫৮ সালে নাইজার ফ্রান্সের একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় রিপাবলিক অব নাইজারের মন্ত্রি পরিষদের প্রধান ছিলেন হামানি দৈর। ১৯৬০ এ হামানি দৈরের নেতৃত্বে নাইজার ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।
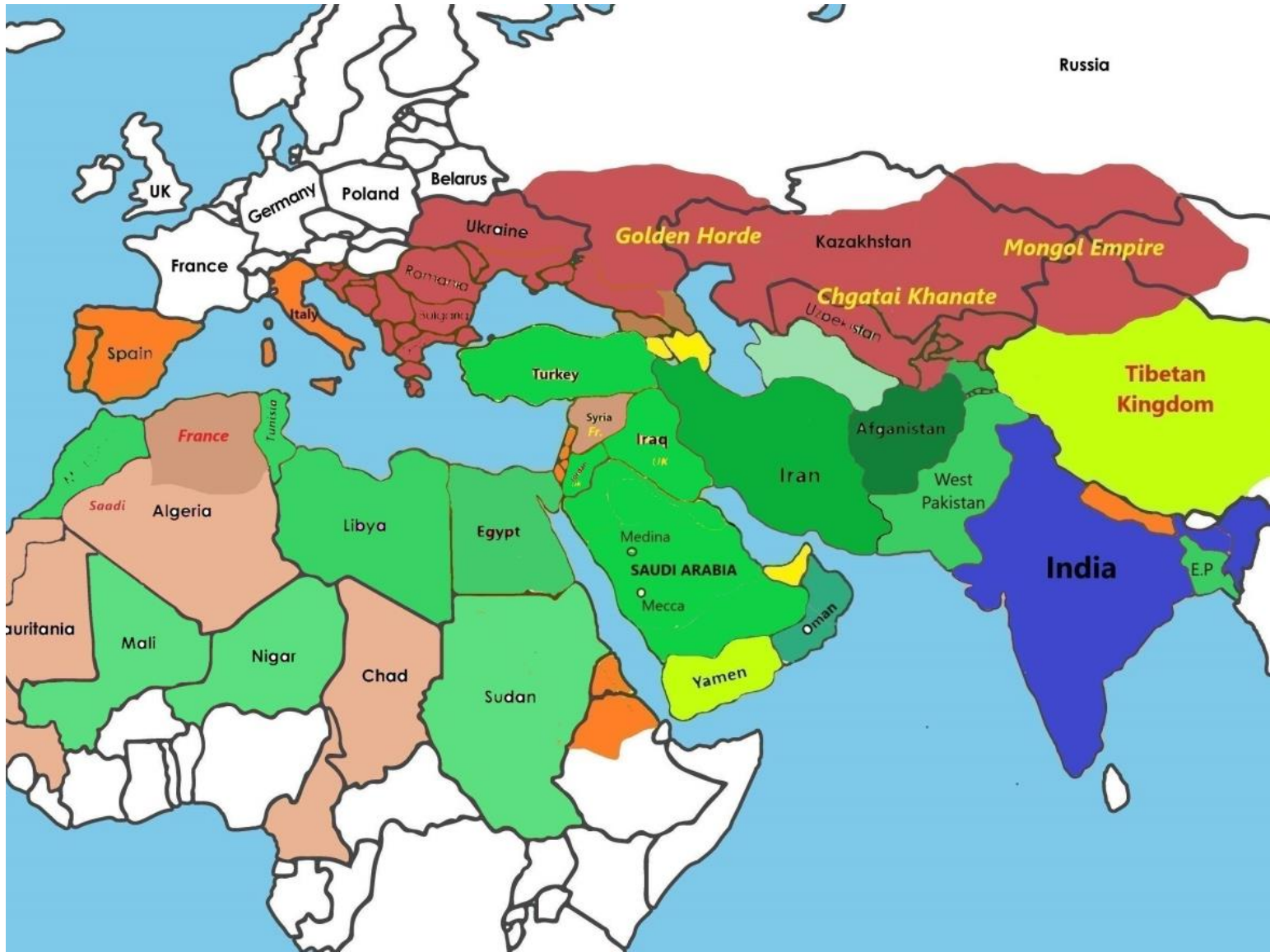
৮২. মালি স্বাধীন ১৯৬০

১৮৯৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পরযন্ত ফরাসিদের অধিকারে ছিলো দেশটি। ১৯৬০ সালে মালি স্বাধীনতা লাভ করে।

৮৩. চাঁদ স্বাধীন ১৯৬০

১৯২০ সাল নাগাদ ফ্রান্স দেশটি দখল করে এবং এটিকে ফরাসি বিষুবীয় আফ্রিকার অংশীভূত করে। ১৯৬০ সালে ফ্রঁসোয়া তোম্বালবাইয়ের নেতৃত্বে চাদ স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল তোম্বালবাইয়ের নীতির বিরোধিতা করে এবং ১৯৬৫ সালে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

৮৪. সিরিয়া স্বাধীন ১৯৬১

১৯৫৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সিরিয়া মিশরের সাথে একীভূত হয় এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে। উভয় দেশে গণভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়। ১৯৬১ সালে সিরিয়া এই প্রজাতন্ত্র থেকে আলাদা হয়ে আসে এবং তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্র ১৯৬৩ সাল থেকে বা'থ পার্টি দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। এই দলটি ১৯৭০ সাল থেকে শুধুমাত্র আসাদ পরিবার দ্বারা পরিচালিত।

৮৫. আলজেরিয়া স্বাধীন ১৯৬২

আলজেরিয়া ১৯শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬২ সালে ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। আট বছর ধরে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশটির অশেষ ক্ষতিসাধন হয়, এবং এখান থেকে বহু ইউরোপীয় চলে যায়।
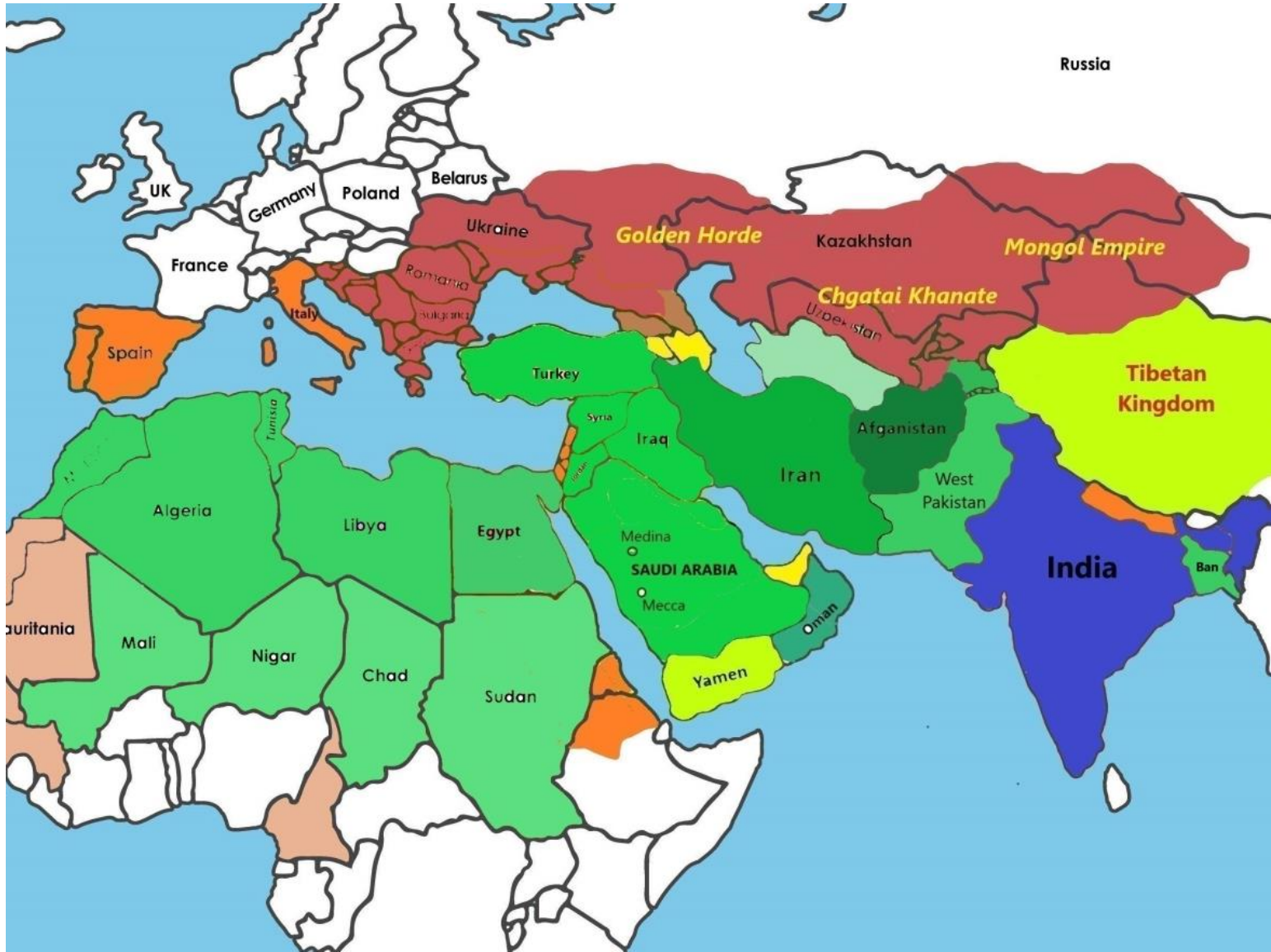
৮৬. বাংলাদেশ স্বাধীন ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ৯ মাস পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরূদ্ধে লড়াই করে। মুক্তি বাহিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতের সহায়তায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করে। মিত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা'র কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পন করেন। প্রায় ৯০,০০০ পাকিস্তানী সেনা যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক হয়; যাদেরকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়।
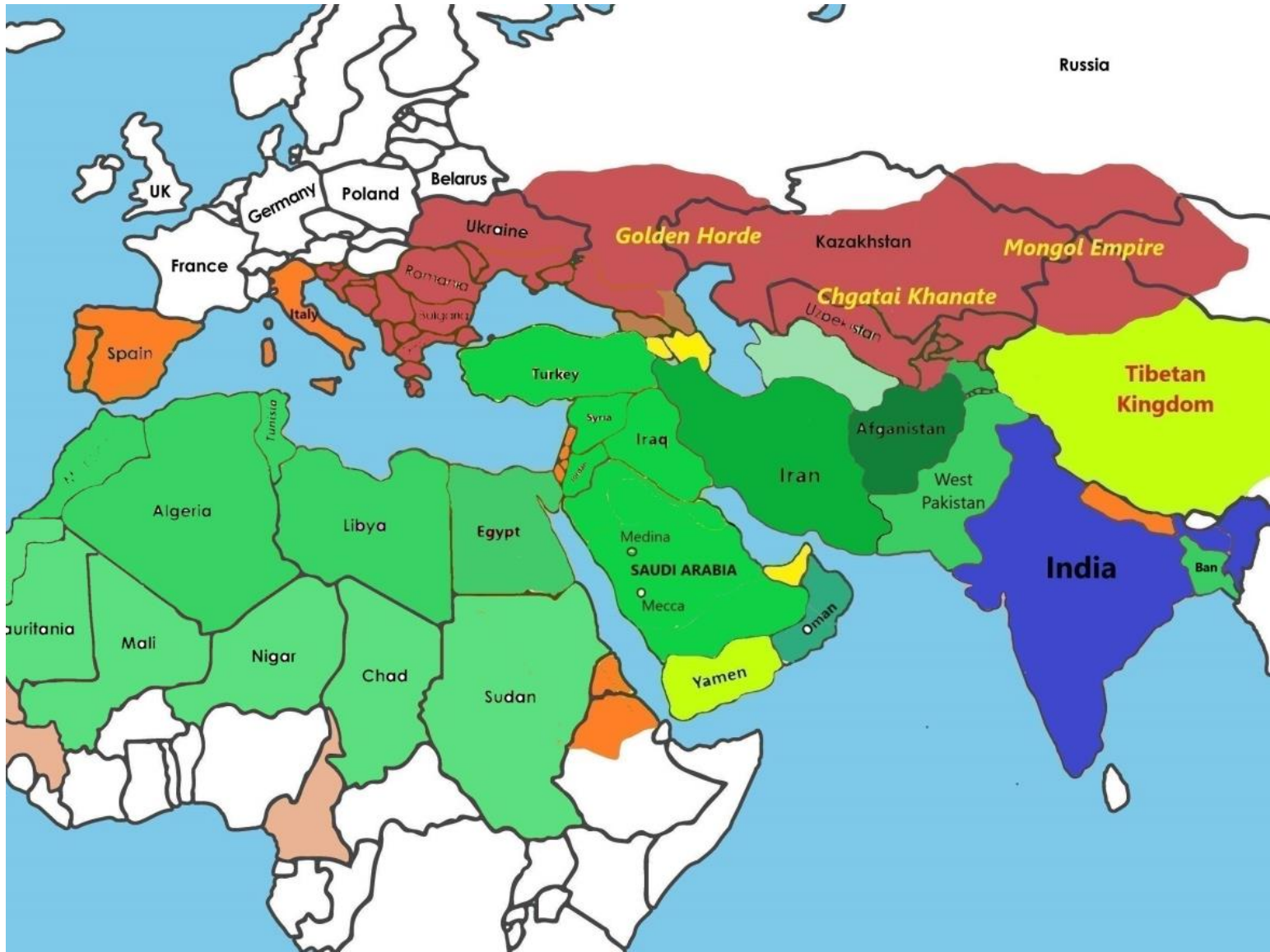
৮৭. মৌরতানিয়া স্বাধীন ১৯৭৫

১৯৭৫ সাল নাগাদ মৌরিতানিয়ায় স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, এবং আঞ্চলিক দুই শক্তি --মরক্কো এবং আলজেরিয়া অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। নভেম্বরে মরক্কোর বাদশাহ হাসান অভিনব কায়দায় সাহারা মরুভূমিতে তৎকালীন স্পেনের নিয়ন্ত্রিত একটি ভূখণ্ড দখলের ঝুঁকি নেন। তার নির্দেশে পঁচাত্তরের ৬ই নভেম্বর মরক্কোর কয়েক লাখ মানুষ মিছিল করে ঐ ভূখণ্ডের দিকে এগোয়। ইতিহাসে ঐ মিছিলকে গ্রিন মার্চ হিসাবে পরিচিত। ১৪ই নভেম্বর ঘোষণা এলো, স্পেন উপনিবেশটি ছেড়ে দেবে। বদলে সাগরে মাছ শিকারের এবং ফসফেট খনিতে তাদের অধিকার থাকবে। এলাকাটির নতুন নামকরণ হলো ওয়েস্টার্ন সাহারা বা পশ্চিম সাহারা। ভূখণ্ডটির উত্তরাংশ গেল মরক্কোর নিয়ন্ত্রণে। দক্ষিণাংশ পেল মৌরতানিয়া।
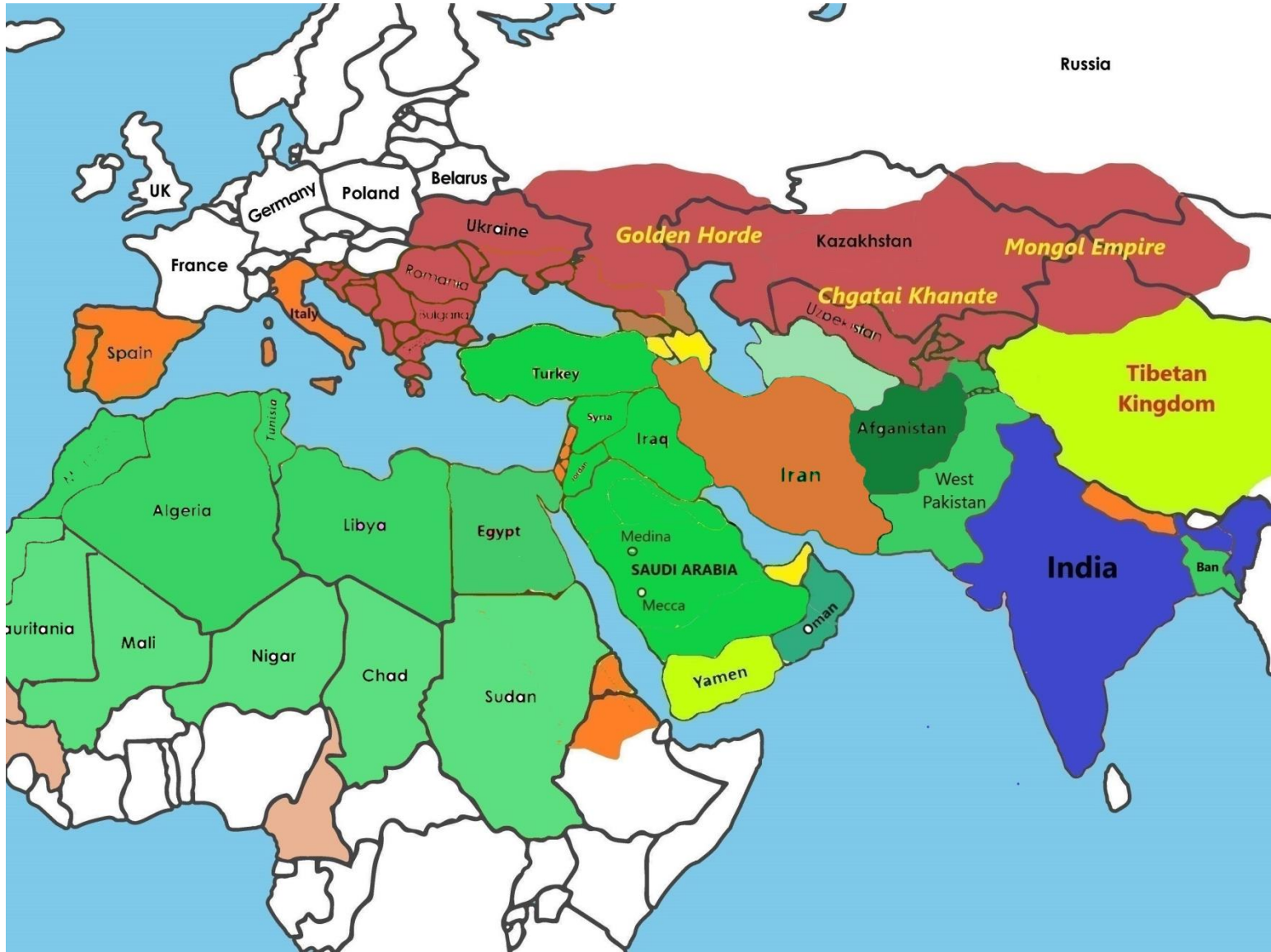
৮৮. ইরানের বিপ্লব ১৯৭৭

শাহের কতিপয় ব্যক্তিগত আচরণ, অভ্যাস আর পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ প্রচলন দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধীরে ধীরে বিক্ষুব্দ্ধ করে তোলে। এই বিক্ষোভই অগ্নিগর্ভে রূপ নেয় ১৯৭৭ সালের শেষ দিকে। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেইনী ছিলেন একজন অপরিচিত ধর্মীয় ইমাম। মুসলমানদের এই মনের কষ্ট তিনি বুঝতে পেরে ইরাকের পবিত্র নাজাফ শহরে একটি জনসভা আহ্বান করেন। তারিখটি ছিলো ১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। শাহের বাহিনী বিশাল জনসমাবেশের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। এর মাত্র ৩ মাসের কিছু সময় পর অর্থ্যাৎ ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে মাত্র একদিনের গণঅভ্যূত্থানে শাহের পতন হয়। পরিবার পরিজন নিয়ে শাহ দেশ থেকে পালিয়ে যান।

সীমাবদ্ধতা

অঞ্চলগুলোর বর্ডার লাইন সত্যিকার সীমা নির্দেশ করে না।
কেবলমাত্র ধারনা দেওয়ার জন্য।